সাথী সহায়িকা

(উলুমুল কুরআন, উলুমুল হাদিস, বিষয়ভিত্তিক আয়াত-হাদিস, বিবিধ তথ্যাবলী, এবং মৌলিক বই নোট)

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখা

উলুমুল কুরআন (কুরআন বিষয়ক জ্ঞান)

আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয় হল মানবজাতি।

আল-কুরআন ঐশী গ্রন্থ হওয়ার কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ:

১. আল-কুরআনের ভাষাগত ও সাহিত্যিক মান।
২. আল-কুরআনের আলোচ্য বিষয়সমূহ।
৩. প্রাগৈতিহাসিক ঘটনাবলির যথাযথ বর্ণনা।
৪. ভবিষ্যৎ ঘটনাবলি সম্পর্কে নির্ভুল সংবাদ দান।
৫. মানব জীবনের জন্য সুদূরপ্রসারী মৌলিক ব্যবস্থা দান।
৬. বিশ্বলোক ও উর্ধ্বজগৎ সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যের বর্ণনা।
৭. আল-কুরআনের অভিনব হেফাজত ব্যবস্থা।
৮. আল-কুরআনের ভাষা ও বিষয়ে আশ্চর্যজনক সামঞ্জস্য।

আল-কুরআনের ১০টি নাম:

১. اَلْهُدَى (আল হুদা) পদপ্রদর্শক।

২. اَلْفُرْقَا نُ (আল ফুরকান) পার্থক্যকারী।

৩. اَلذِّكْرُ (আয্-যিকর) উপদেশ।

৪. اَلْحِكْمَةُ (আল হিকমাহ) প্রজ্ঞা।

৫. اَلشِّفَاءُ (আশ শিফা) উপশমকারী।

৬. كِتَا بٌ مُّبِيْنٌ (কিতাবুম মুবিন) সুস্পষ্ট কিতাব।

৭. اَلْكِتَابُ (আল কিতাব) গ্রন্থ।

৮. اَلنُّوْرُ (আন নূর) আলো।

৯. اَلْوَحْيُ (আল ওহি) প্রত্যাদেশ।

১০. اَلْكَلَامُ (আল কালাম) বাণী।

ওহী নাযিলের পদ্ধতি গুলো কি কি?

১. স্বপ্নযোগে।
২. ঘন্টা ধ্বনির মাধ্যমে।
৩. মৌমাছির গুনগুন শব্দের মাধ্যমে।
৪. পর্দার আড়াল থেকে আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভ এর মাধ্যমে।
৫. হযরত জিব্রাইল (আ:) কর্তৃক অন্তঃকরণের ঢেলে দেওয়ার মাধ্যমে।
৬. হযরত জিব্রাইল (আ:) এর মানুষের (দাহিয়াতুল কালবি) এর আকৃতিতে।
৭. হযরত জিব্রাইল (আ:) এর নিজস্ব আকৃতিতে।
৮. হযরত ইসরাফিল (আ:) কর্তৃক আনীত ওহীর মাধ্যমে।

রাসূল (সা:) এর আন্দোলনের বিভিন্ন যুগ ও স্তর:

রাসূল (সা:) এর আন্দোলনের দুটো যুগ-

১. মাক্কি যুগ। (প্রথম ১৩ বছর। দাওয়াত ও তাবলীগ, ব্যক্তিগঠনের যুগ ও নির্যাতনের যুগ)।

২. মাদানি যুগ। (হিজরাতের পর ১০ বছর। এটা বিজয়, সমাজগঠন, রাষ্ট্র পরিচালনা ও সশস্ত্র মোকাবেলার যুগ)।

মাক্কি যুগের বিভিন্ন স্তর:

১. ব্যক্তিগতভাবে বা গোপনে (আন্ডারগ্রাউন্ড) দাওয়াত: মোট ৩ বছর। (নবুওয়াতের ১ম-৩য় বছর)

২. প্রকাশ্যে দাওয়াত: বিরোধীদের বিদ্রুপ ও অপপ্রচার এবং নির্যাতনের প্রাথমিক অবস্থার যুগ মোট ২ বছর। (নবুওয়াতের ৪র্থ-৫ম বছর)।

৩. প্রাথমিক নির্যাতন: বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার ও নির্যাতনকাল ৫ বছর। (নবুওয়াতের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম বছর)

৪. চরম নির্যাতন: মাক্কি যুগের শেষ ৩ বছর চরম বিরোধিতা, নিষ্ঠুর নির্যাতন, এমনকি রাসূল (সা:) কে হত্যার চেষ্টা চলে। (নবুওয়াতের ১১তম-১৩তম বছর)।

মাদানি যুগের বিভিন্ন স্তর:

১. হিজরত থেকে বদর যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত- ১ বছর ৬ মাস।
২. বদর থেকে হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত -৪ বছর ২ মাস।
৩. হোদায়বিয়ার সন্ধি থেকে মক্কা বিজয় পর্যন্ত- ১ বছর ১০ মাস।
৪. মক্কা বিজয়ের পর থেকে রাসূল (সা:) এর ওফাত পর্যন্ত- ২ বছর ৬ মাস।

মাক্কী ও মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য সমূহ কি কি?

মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- সূরা ও আয়াত গুলো ছোট ছোট সহজে মুখস্ত করার যোগ্য, ও ছন্দময়।
- তাওহীদ রেসালাত এবং আখিরাত সংক্রান্ত আলোচনা।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا اَيُّهَا اَلنَّاسُ (হে মানবজাতি) বলে সম্বোধন।
- মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনে হেদায়াত পূর্ণ।
- আল-কুরআন সত্যতার প্রমাণ ও ঈমান আকিদার আলোচনা।
- মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতা বোধ জাগ্রত করে চিন্তাশক্তিকে সত্য গ্রহনে উদ্বুদ্ধ করে।
- রাসূল (সা:) কে দেয়া দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।
- ভবিষ্যতকালিন ক্রিয়ার শুরুতে س ও سوف শব্দের ব্যবহার বেশি।

মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য সমূহ:

- সাধারণত এ সূরা ও আয়াতগুলো বড় ও গদ্যময়।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا (হে ঈমানদারগণ) বলে সম্বোধন।
- সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারি আইন, উত্তরাধিকারী বিধান, বিয়ে-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।
- জয়-পরাজয় শান্তি অবস্থায় মুসলমানের কর্তব্য নিয়ে আলোচনা।
- দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।
- যুদ্ধে মুনাফিক ও কাফেরদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা করা হয়েছে।
- যুদ্ধ, সন্ধি, গনিমত, জিজিয়া ইত্যাদির বিবরণ।
- ইবাদত, আহকামে শরিয়ত ও হালাল-হারামের বর্ণনা।
- জাকাত ও ওশরের নিয়ম-কানুন আলোচনা।

আয়াতের প্রকারভেদ:

অর্থের দিক থেকে ২ প্রকার:

১. মুহকামাত ২. মুতাশাবিহাত

হুকুমের দিক থেকে ৩ প্রকার:

১. হালাল ২. হারাম ৩. আমছাল

কুরআন অধ্যায়নের সমস্যা ও সমাধানের উপায়সমূহ:

সমস্যা সমূহ:

১. অন্যান্য সাধারন গ্রন্থের ন্যায় মনে করা

২. একই বিষয়ের বার উল্লেখ থাকা।

৩. কোন বিষয় সূচি নেই।

৪. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট না জানা

৫. নাসেখ-মানসুখ না জানা।

সমাধানের উপায়:

১. অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ মন মগজ নিয়ে বসা।

২. বাস্তবতার সাথে মিলিয়ে পড়া।

৩. কুরআন নাজিলের প্রেক্ষাপট জানা।

৪. রাসূল (সা:) এর বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।

৫. ঘরে বসে কুরআন বুঝার চেয়ে কুরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে শরীক হওয়া।

কোরআন সংকলন ও সংরক্ষণের ইতিহাস:

৩ টি যুগে বিভিন্নভাবে আল-কুরআন সঙ্কলিত হয়েছে।

রাসূল (সা:) এর যুগ:

১. মুখস্থ করার মাধ্যমে: হাফিজে কুরআনগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, সালেম ইবনে মাকাল, মুয়াজ ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কাব, যায়িদ বিন সাবিত, আবু যায়িদ, আবুদ দারদা (রা:) প্রমুখ।

২. লেখার মাধ্যমে: কাতেবে ওহিগণের মধ্যে প্রধানত ছিলেন আলী ইবনে আবু তালিব, মুয়ায ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়িদ বিন সাবিত ও আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ " প্রমুখ। তারা পাথর, খেজুরের ডাল, চামড়া ইত্যাদির ওপর আল-কুরআনের আয়াতসমূহ লিখে সংরক্ষণ করতেন।

হযরত আবু বকর (রা:) এর যুগ:

ভন্ডনবী মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বিরুদ্ধে সংঘটিত ইয়ামামার যুদ্ধে অসংখ্য হাফিজে আল-কুরআন শাহাদাত বরণ করেন। এতে কুরআন বিলুপ্তির আশঙ্কায় হযরত ওমর (রা:) এর পরামর্শক্রমে খলিফা আবু বকর (রা:) হযরত যায়েদ বিন সাবিতের নেতৃত্বে কুরআন সঙ্কলন বোর্ড গঠন করেন। এ বোর্ডের সদস্যগণ কঠোর সাধনা করে পবিত্র কুরআনের লিখিত বিভিন্ন অংশকে হাফেজে কুরআনের সাথে সমন্বয় করে একত্র করেন। যার নাম রাখা হয় "মাসহাফে সিদ্দিকী"। হযরত আবু বকর (রা:) এর মৃত্যুর পর এ কপিটি হযরত ওমর (রা:) এর কাছে এবং তাঁর ইন্তেকালের পর হযরত হাফসা (রা:) এটিকে সংরক্ষনে রাখেন।

হযরত উসমান (রা:) এর যুগ:

হযরত ওমর (রা:) ও উসমান (রা:) এর খেলাফতকালে ইসলামী রাষ্ট্রের বিস্তৃতি ঘটায় আরবের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকেরা কুরআন মাজিদকে তাদের নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষায় পাঠ করতে থাকেন। এতে কুরআন বিকৃতির আশঙ্কায় হযরত উসমান (রা:) কুরআনের বিকৃত অংশগুলো সংগ্রহ করে পুড়িয়ে দেন এবং "মাসহাফে সিদ্দিকী" এর অনুরূপ সাতটি কপি করে বিভিন্ন প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। আজ পর্যন্ত কুরআন মাজিদ সে অবয়বেই বিদ্যমান। এর মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি।

সূরা ফাতিহার অপর কয়েকটি নাম:

১. উম্মুল কুরআন (أُمُّ الْقُرْاٰنِ) (কুরআনের জননী)

২. উম্মুল কিতাব (أُمُّ الْكِتَابِ) (কিতাবের জননী)

৩. সূরাতুশ শিফা (سُوْرَةُ الشِّفَاءِ) (আরোগ্য লাভের সূরা)

৪. সূরাতুদ দোয়া (سُوْرَةُ الدُّعَاءِ) (প্রার্থনার সূরা)

৫. সূরাতুল মোনাজাত (سُوْرَةُ الْمُنَاجَاةِ) (মুক্তির দোয়া)

৬. সূরাতুস সালাত (سُوْرَةُ الصَّلَاةِ) (নামাজের সূরা)

এক নজরে আল কোরআন:

- রুকু : ৫৫৪টি
- সিজদাহ: ১৪টি
- পারা: ৩০টি
- কুরআনের শব্দ সংখ্যা: ৭৭২৭৭ (মতান্তরে) ৭৭৯৩৪টি।
- অক্ষর সংখ্যা: ৩৩৮৬০৬টি।
- পুনরাবৃত্তি আয়াতের সংখ্যা: ২৭৭৫টি।
- কুরআনের সূরা সংখ্যা: ১১৪টি।
- আয়াত সংখ্যা: ৬৬৬৬ (মতান্তরে) ৬২৩৬টি।
- সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা: আল-ফাতিহা।
- সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত বা ওহী: আল-আলাক (১-৫)।
- সর্বশেষ নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা : আন-নসর।
- সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত বা ওহী : আল-বাকারাহ ২৮১।
- সবচেয়ে বড় সূরা আল-বাকারাহ।
- সবচেয়ে ছোট সূরা: আল-কাউসার।
- সূরা তওবার অপর নাম: বারাআত।
- সূরা মুহাম্মাদের অপর নাম: আল-কিতাল।
- কুরআনে উল্লেখিত সাহাবীর নাম: যায়েদ ইবনে হারেসা (রা:)।
- সূরা আনফালে বদরের যুদ্ধ, সূরা তওবায় তাবুকের যুদ্ধ, সূরা আহযাবে খন্দকের যুদ্ধ, সূরা ইমরানে উহুদের যুদ্ধের আলোচনা করা হয়েছে।
- কুরআনে জিব্রাইল (আ:) কে রহুল আমীন বলা হয়েছে।
- জামিউল কুরআন হযরত উসমান (রা:) এর আদি পান্ডুলিপি তুরস্কের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।
- কুরআনে প্রথম হরকত সংযোজন করেন: হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।
- কুরআনের ১ম অনুবাদ করেন (আংশিক): মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ তাফসির গ্রন্থের নাম:

১. তাফসিরে ফি জিলালিল কুরআন- সাইয়েদ কুতুব শহীদ
২. তাফহিমুল কুরআন- সাইয়েদ আবুল আলা মাওদুদী
৩. তাফসিরে ইবনে কাসীর- আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাসীর
৪. তাফসিরে মায়ারেফুল কুরআন- মুফতি মোহাম্মদ শফী
৫. তাফসিরে জালালাইন- জালালুদ্দীন মহল্লি ও জালালুদ্দীন সুয়ুতি।
৬. তাফসিরে কাশশাফ- জারুল্লাহ যমাখশারী
৭. তাফসিরে ইবনে আব্বাস- আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস

ইলমে তাজবীদ

মাখরাজ: আরবি হরফ উচ্চারণের স্থানকে মাখরাজ বলে। মাখরাজ ১৭টি। (তাজবীদ অনুযায়ী কুরআন পড়া ওয়াজিব)।

ওয়াজিব গুন্নাহ: নুন ও মিম এর উপর তাশদীদ হলে গুন্নাহ সহকারে এক আলিফ পরিমাণ টেনে পড়াকে ওয়াজিব গুন্নাহ বলা হয়।

ওয়াজীব গুন্নাহ: নুন এবং মিম বর্ণের (হরফ) উপর তাশদীদ থাকলে বাংলা চন্দ্রবিন্দরু মত গুন্নাহ করে পড়াকে ওয়াজীব গুন্নাহ বলে।

লাহান: লাহান অর্থ ভুল। কুরআন ভুল পড়াকে লাহান বলে।

১. লাহানে জলী: অর্থ বড় ভুল। পরিভাষায় এক অক্ষরকে অন্য অক্ষরে পড়াকে লাহানে জলী বলে। ইহা কবিরাহ গুনাহ।

২. লাহানে খফী: অর্থ ছোট ভুল। এক হরকতকে অন্য হরকতে পড়াকে লাহনে খফী বলে। ইহা সগীরা গুনাহ।

নূন সাকিন ও তানবিন:

নূন সাকিন ও তানবিনের চারটি বিধান রয়েছে-

১. ইকলাব إِقْلَابٌ (বদল করা)।
২. ইযহার إِظْهَارٌ (স্পষ্ট করা)।
৩. ইদগাম إِدْغَامٌ (মিল করা)।
৪. ইখফা إِخْفَاءٌ (গোপন করা)।

ইকলাব: নুন সাকিন কিংবা তানবীনের পর (ইকলাবের হরফ) ب আসলে, উক্ত নুন সাকিন বা তানবীনকে মীম দ্বারা পরিবর্তন করে গুন্নাহর সাথে পড়াকে ইকলাব বলা হয়।

ইজহার: নুন সাকিন ও তানভীনের পরে ইজহারের ৬ হরফের কোনো একটি হরফ আসলে নুন সাকিন ও তানভীনকে গুন্নাহ ছাড়া স্পষ্ট করে পড়তে হয়। ইযহারের হরফ ৬টি- (خ ح غ ع ہ ء)

ইদগাম: ইদগাম অর্থ মিলিয়ে পড়া। নুন সাকিন ও তানবিনের পরে ইদগামের ৬ হরফের (ي-ر-م-ل-و-ن) যে কোনো একটি হরফ আসলে, নুন সাকিন ও তানবিন কে ঐ হরফকে সাথে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলে।

ইদগাম দুই প্রকার:

১. ইদগামে বাগুন্নাহর হরফ ৪ টি- (ي-م-و-ن)
২. ইদগামে বেলাগুন্নাহর হরফ ২ টি- (ر-ل)

ইখফা: ইখফা অর্থ গোপন করা। নুন সাকিন ও তানবিনের পরে ইখফার ১৫ হরফের যেকোনো একটি হরফ আসলে তখন নূন ছাকিন ও তানবীনকে নাকের

ভিতর লুকিয়ে গুন্নার সহিত এক আলিফ পরিমাণ দীর্ঘ করে পড়াকে ইখফা বলে।

ইখফার হরফ ১৫ টি-

(ت- ث- ج- د- ذ- ز- س- ش- ص- ض- ط- ظ- ف- ق- ك)

কলকলার হরফ কয়টি ও কি কি?

কলকলার হরফ মোট ৫ টি- (ق - ط - ب - ج - د)

মাদ্দ কাকে বলে? মাদ্দের হরফ কয়টি ও কি কি?

টেনে বা দীর্ঘ করে পড়াতে মাদ্দ বলে। মদের হরফ ৩টি: و -ا- ي

হরফে হালকি: হরফে হালকি ৬ টি- ء ه ع ح غ خ

মাদ্দ কত প্রকার ও কি কি?

মাদ্দ মোট ১০ প্রকার:

১. মদ্দে তাবায়ী।
২. মদ্দে মুত্তাসিল।
৩. মদ্দে মুনফাসিল।
৪. মদ্দে আরজী।
৫. মদ্দে লীন।
৬. মদ্দে বদল।
৭. মদ্দে লাযিম কালমী মুসাক্কাল।
৮. মদ্দে লাযিম কালমী মুখাফফাফ।
৯. মদ্দে লাযিম হরফী মুসাক্কাল।
১০. মদ্দে লাযিম হরফী মুখাফফাফ।

উলুমুল হাদিস (হাদীস বিষয়ক জ্ঞান)

ইলমে হাদিসের কিছু পরিভাষা:

হাদীস: নবী (সা:) এর কথা, কাজ ও মৌন সম্মতি/অনুমোদনকে হাদীস বলা হয়, এক কথায় রাসুল (সা:) এর নবুয়াতী জীবনের সকল কথা কাজ এবং অনুমোদনকেই হাদিস বলে।

আছার: সাহাবায়ে কেরামের কথা, কাজ ও অনুমোদনকে আছার বলা হয়।

ফতোয়া: তাবেয়ী ও তাবে তাবেয়ীদের কথা কাজ ও অনুমোদনকে ফতোয়া বলা হয়।

সাহাবী: যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা:) এর সাহচর্য লাভ করেছেন, তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে সাহাবী বলে।

তাবেয়ী: যিনি ঈমানের সাথে কোন সাহাবীর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং সাহাবীদের অনুকরণ করেছেন তাঁকে তাবেয়ী বলে।

তাবে-তাবেয়ী: যিনি ঈমানের সাথে কোন তাবেয়ীর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং তাবেয়ীদের অনুকরণ করেছেন তাঁকে তাবে তাবেয়ী বলে।

হাদিস ও সুন্নাহর পার্থক্য: সুন্নাহ হলো রাসুল (সা:) এর বাস্তব কর্মনীতি, আর হাদিস বলতে রাসুল (সা:) এর কথা, কাজ ও সমর্থন কে বুঝায়।

সনদ: হাদিস বর্ণনার ধারাবাহিকতা কে সনদ বলে।

মতন: হাদিসের মূল অংশকে মতন বলে।

রাবী: হাদিসের বর্ণাকারীকে রাবী বলে।

রেওয়ায়েত: হাদিসের বর্ণাকে রেওয়ায়েত বলে।

মুহাদ্দিস: যিনি হাদিস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদিসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাকে মুহাদ্দিস বলে।

মারফু: যে হাদিসের বর্ণনা পরস্পরা রাসুল (সা:) থেকে হাদিস গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত সুরক্ষিত আছে এবং মাঝখান থেকে কোন বর্ণাকারীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মারফু হাদিস বলে।

মাওকুফ: যে হাদীসের বর্ণনার ধারাবাহিকতা শুধু সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে হাদিসে মাওকুফ বলে।

মাকতু: যে হাদিসের বর্ণনা ধারাবাহিকতা শুধু তাবিঈ পর্যন্ত পৌছেছে তাকে হাদিসে মাকতু বলে।

মুত্তাসিল: যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে, কোন স্তরেই রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল হাদিস বলে।

সিহাহ সিত্তাহ: ৬ টি প্রসিদ্ধ হাদিস গ্রন্থ কে সিহাহ সিত্তাহ বলা হয়।

১. বুখারী, ২. মুসলিম, ৩. আবু দাউদ, ৪. তিরমিযী, ৫. নাসাঈ, ৬. ইবনে মাজাহ।

সহীহাইন: হাদীস শাস্ত্রে বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফকে একত্রে সহীহাইন বলে।

মুত্তাফাকুন আলাইহি: যে হাদীস একই সাহাবীর নিকট হতে ইমাম বোখারী ও মুসলিম একই সূত্রে বর্ণনা করেছেন তাকে 'মুত্তাফাকুন আলাইহে' বলে।

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী: হযরত আবু হুরায়রা (রা:) এবং বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৩৭৪ টি।

শায়খ: হাদিসের শিক্ষাদানকারী বর্ণণাকারীকে শায়খ বলে।

শাইখাইন: মুহাদ্দিসদের পরিভাষায় ঈমাম বুখারী ও ঈমাম মুসলিম (রহ:) কে একত্রে শাইখাইন বলে।

হাফিয: যিনি হাদিসের সনদ ও মতনের সমস্ত বৃত্তান্ত সহ এক লাখ হাদিস মুখস্থ করেছেন তাকে হাফিয বলে।

হুজ্জাত: যিনি তিন লাখ হাদিস আয়ত্ব করেছেন তাকে হুজ্জাত বলে।

হাকিম: যিনি সমস্ত হাদিস সনদ ও মতন সহ মুখস্থ করেছেন তাকে হাকিম বলে।

বিজাল: হাদিসের বর্ণণাকারীর সমষ্টিকে বিজাল বলে।

হাদিসে কুদসী: যে হাদিসের মূলভাব আল্লাহর এবং ভাষা হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর তাকে হাদিসে কুদসী বলে।

দেরায়াত: হাদীসের মূল বিষয়ে অভ্যন্তরীন সাক্ষ্য প্রমানের ভিত্তিতে যে সমালোচনা করা হয় তাকে দেরায়াত বলে।

রেজাল: হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রেজাল বলে।

আদেল: যে ব্যক্তি 'তাকওয়া ও মরুওত' অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন তাকে আদেল বলে।

আসহাবে সুফফা: যে সকল সাহাবী সব সময় রাসূল (সা:) সাহচর্যে থাকতেন তাঁর আদেশ নিষেধ শুনতেন ও কণ্ঠস্থ করতেন এই নির্দিষ্ট সংখ্যক সাহাবীদেরকে আসহাবে সুফফা বলে।

ফকীহ্: যারা হাদীসের আইনগত দিক পর্যালোচনা করেছেন তাদেরকে ফকীহ্ বলে।

মুসনাদ: যে মারফু হাদিসের সনদ সম্পূর্ণরুপে মুত্তাসিল তাকে মুসনাদ হাদিস বলে।

মাওদু: বর্ণাকারী যদি সমালোচিত ব্যক্তি হন আর যদি তিনি হাদিস বর্ণণায় মিথ্যাবাদী হন তবে তার বর্ণিত হাদিসকে মাওদু হাদিস বলে।

মুতাওয়াতির: যেসব হাদিসের সনদে বর্ণাকারীর সংখ্যা এত অধিক যে তারা সবাই একযোগে কোন মিথ্যার উপর ঐক্যমত হওয়া অসম্ভব। আর এই সংখ্যাধিক্য যদি সর্বস্তরে থাকে তবে তাকে মুতাওয়াতির হাদিস বলে।

মাশহুর: যেসব হাদিসের বর্ণাকারীর সংখ্যা তিন বা তিনের অধিক হবে কিন্তু মুতাওয়াতিরের পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছবে না এমন হাদিসকে মাশহুর হাদিস বলে।

গারিব: যে সহীহ হাদিস সর্বস্তরে একজন রাবী বর্ণণা করেছেন তাকে গারিব হাদিস বলে।

সহীহ: যে মুত্তাসিল হাদিসের সনদে উদ্ধৃত প্রত্যেক বর্ণাকারীই নির্ভরযোগ্য, বিশ্বস্ত, প্রখর স্মরণশক্তি সম্পন্ন এবং হাদিসখানি সকল প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে মুক্ত তাকে সহীহ হাদিস বলে।

হাসান: যে হাদিসের বর্ণাকারীর স্মরণশক্তি কিছুটা দূর্বল বলে প্রমাণিত তাকে হাসান হাদিস বলে।

জয়িফ: যে হাদিসের বর্ণাকারী কোন হাসান বর্ণাকারীর গুণসম্পন্ন নন তাকে জয়িফ হাদিস বলে।

আযীয: যে সহীহ হাদিস প্রতিরে কমপক্ষে দুজন বর্ণাকারী বর্ণণা করেছেন তাকে হাদিসে আযীয বলে।

শায: যে হাদিস কোন বিশ্বস্ত বর্ণাকারী একাকী বর্ণণা করেছেন এবং তার সমর্থনে অন্য কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না তাকে শায হাদিস বলে।

আহাদ: যেসব হাদিসের বর্ণাকারীর সংখ্যা মুতাওয়াতিরের সংখ্যা পর্যন্ত পৌছেনি তাকে আহাদ হাদীস বলে।

কোরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য:

কোরআন	হাদীসে কুদসী
কোরআন মজীদ জীবরাইল (আ:) এর ছাড়া নাযিল হয়নি এবং এর শব্দ ভাষা নিশ্চিত ভাবে লওহে মাহফুজ থেকে অবতির্ণ।	হাদীসে কুদসীর মূল বক্তব্য মাধ্যম আল্লাহর নিকট থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত, কিন্তু ভাষা রাসূল (সা:) এর নিজস্ব।
নামাজে কোরআন মাজীদ'ই শুধু পাঠ করা হয়, কোরআন ছাড়া নামাজ সহী হয় না।	নামাজে হাদীসে কুদসী পাঠ করা যায় না অর্থাৎ হাদীসে কুদসী পাঠে নামাজ হয় না।
অপবিত্র অবস্থায় কোরআন স্পর্শ করা হারাম।	হাদীসে কুদসী অপবিত্র ব্যক্তি, এমন কি হায়েয নিফাস সম্পন্না নারীও স্পর্শ করতে পারে।
কোরআন মাজীদ আল্লাহর মু'জিজা	কিন্তু হাদিসে কুদসী মু'জিজা নয়।
কোরআন অমান্য করলে কাফের হতে হয়।	হাদিসে কুদসী অমান্য করলে কাফের হতে হয় না।
কোরআন নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝখানে জীবরাঈলের মধ্যস্থা অপরিহার্য।	হাদিসে কুদসির জন্য জীবরাঈলের মধ্যস্থা জরুরী নয়।

হাদিসে কুদসি ও হাদিসে নববীর মধ্যে পার্থক্য:

হাদিসে কুদসি	হাদিসে নববী
যে হাদিসের ভাব আল্লাহর, ভাষা রাসূলের তাকে বলা হয় হাদিসে কুদসি।	যে হাদিসের ভাব ও ভাষা দুটোই রাসূলের, তাকে বলা হয় হাদিসে নববী।

যে হাদিসে আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ নির্দেশ করেছেন ইত্যাদির উল্লেখ রয়েছে তাকে হাদিসে কুদসি বলা হয়।	পক্ষান্তরে রাসূল (সা:) এর কথা কাজ ও মৌনসম্মতিই হাদিসে নববী।

হাদীস সংকলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস:

রাসুলুল্লাহ (সা:) এর জীবদ্দশায় হাদীস সংকলিত হয় নি। সাহাবীগণ হাদীস লিখতে শুর করলে মহানবী (সা:) কুরআনের সাথে হাদীসের সংমিশ্রণ এর আশংকায় হাদীস লিখতে নিষেধ করেন। এরপর তিনি বিশেষ কয়েকজন সাহাবীকে হাদিস লিখতে অনুমতি দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালে খলীফা উমর ইবন আবদুল আযীয কুরআনের সঠিক মর্ম উপলব্ধি করার জন্য হাদিস সংগ্রহ ও সংকলন করার আহবান জানান। তাঁর আহবানে সর্বপ্রথম ইবনে শিহাব যুহরী, আবু বকর ইবনে হাফস প্রমুখ হাদিস সংগ্রহ ও সংকলনে এগিয়ে আসেন। অতঃপর ইমাম মালিক মুআল্লাফা, ইমাম শাফিঈ মুসনাদ এবং ইমাম আহমদ মুসনাদ নামে হাদীস সংকলন করেন। পরবর্তীকালে ছয়টি বিশিষ্ট হাদিস গ্রন্থ সংকলিত হয়, যা সিহাহ সিত্তাহ নামে খ্যাত।

সর্বাধিক হাদিস বর্ণনাকারী সাহাবীগণ:

১. হযরত আবু হুরাইরা (রা:) - ৫৩৭৪
২. হযরত আয়েশা (রা:) - ২২১০
৩. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) - ১৬৬০
৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) - ১৬৩০
৫. হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা:) - ১৫৪০
৬. হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা:) - ১২৮৬
৭. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) - ১১৭০

উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস:

১. শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী (রাহ.)
২. শাহ আবদুল আজিজ দেহলভী (রাহ.)
৩. হোসাইন আহমাদ মাদানি (রাহ.)
৪. মুফতি আমিমুল ইহসান (রাহ.)
৫. আল্লামা আযিযুল হক (রাহ.)

বিবিধ

ওযুর ফরজ কয়টি ও কি কি?

গোসলের ফরজ চারটি (সূরা মায়েদা-৬)
১. সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।
২. দুই হাতের কুনি সহ ধৌত করা।
৩. মাথা মাসেহ করা।
৪. দুই পায়ের টাকনু সহ ধৌত করা।

গোসলের ফরজ কয়টি ও কি কি?

গোসলের ফরজ ৩ টি (বুখারি-২৫৭ ও ২৬৫)
১. কুলি করা।
২. নাকে পানি দেওয়া।
৩. সমস্ত শরীর ভালোভাবে ধৌত করা।

ওযু ভঙ্গের কারণ সমূহ:

১. পায়খানা-প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বাহির হলে।
২. মুখ ভরে বমি হলে।
৩. শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়লে।
৪. থুথুর সাথে তুলনা করলে রক্তের পরিমান বেশি হলে।
৫. চিৎ বা কাধ হয়ে হেলান দিয়ে ঘুমিয়ে গেলে।
৬. পাগল মাতাল ও অচেতন হলে।
৭. নামাজে উচ্চস্বরে হাসলে।

কসরের নামাজ কি?

শরিয়তের দৃষ্টিতে মুসাফির বলা হয়, কোনো ব্যক্তি তার অবস্থানস্থল থেকে ৪৮ মাইল তথা ৭৮ কিলোমিটার দূরে সফরের নিয়তে বের হয়ে নিজ শহর বা গ্রাম পেরিয়ে গেলেই সে মুসাফির হয়ে যায়।
মুসাফিরের কসরের নামাজ পড়ার নিয়ম হলো, মুসাফির ব্যাক্তি চার রাকাত বিশিষ্ট ফরজ নামাজ দুই রাকাত (কসর) পড়বেন, ফজর ও মাগরিবের অনুরূপ সুন্নত নফল ও বিতরের কোন কসর নেই।

তওবা কবুলকারী ৩ জন সাহাবী:

১. হযরত কাব ইবনে মালিক (রা:)।
২. হযরত হিলাল ইবনে উমাইয়া (রা:)।
৩. হযরত মুরারা ইবনে রুবাই (রা:)।

আশারায়ে মুবাশশারাহ :

জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশ সাহাবী-

১. হযরত আবু বকর ইবনু আবি কুহাফা (রা:) ।

২. হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা:) ।

৩. হযরত উসমান ইবনু আফফান (রা:) ।

৪. হযরত আলী ইবনু আবি তালিব (রা:) ।

৫. হযরত তালহা বিন ওবায়দিল্লাহ (রা:) ।

৬. হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়াম (রা:) ।

৭. হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আওফ (রা:) ।

৮. হযরত আবু ওবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা:) ।

৯. হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা:) ।

১০. হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা:) ।

নামাজের ভিতরে ও বাহিরে ১৩ ফরজ:

নামাজের বাহিরে ৭ টি:

১.শরীর পাক, ২.কাপড় পাক, ৩. নামাজের জায়গা পাক,
৪. সতর ঢাকা, ৫. কিবলামুখী হওয়া, ৬. ওয়াক্ত মত নামাজ পড়া,
৭. নামাজের নিয়ত করা ।

নামাজের ৬ টি:

১.তাকবীরে তাহরীমা বাধা, ২. দাঁড়িয়ে নামাজ পড়া, ৩. কিরাত পড়া,
৪. রুকু করা, ৫. সিজদা করা, ৬. শেষ বৈঠক বসা ।

যাকাতের খাত ৮ টি:

১. ফকির ।

২. মিসকিন ।

৩. যাকাত আদায় ও বন্টন এর কর্মচারী ।

৪. অমুসলিম (ইসলামের পক্ষে যাদের মন জয় করা প্রয়োজন) ।

৫. দাস মুক্তি ।

৬. ঋণগ্রস্ত ।

৭. জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ ।

৮. মুসাফির ।

জানাযা নামাজ পড়ার পদ্ধতি:

জানাযার নামাজ ৪ তাকবিরের সাথে পড়তে হবে।

- প্রথম তাকবিরের পরে সানা অথবা সূরা ফাতিহা পড়া ।
- দ্বিতীয় তাকবিরের পরে দরূদে ইব্রাহিম পড়া ।
- তৃতীয় তাকবিরের পরে জানাযার দোয়া পড়া ।
- চতুর্থ তাকবিরের শেষে সালাম ফিরানো ।

ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতিষ্ঠাকালীন তথ্য:

শিবির এর প্রতিষ্ঠাকাল	-	৬ ই ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সাল ।
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি	-	মীর কাসেম আলী মিন্টু ।
প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি	-	ডক্টর আব্দুল বারি ।
শিবিরের নামকরণ	-	মোহাম্মদ সিদ্দিক জামাল ।
শিবির সংগীত রচয়িতা	-	ডাঃ মোরশেদ আলী ।
শিবিরের মনোগ্রাম তৈরি	-	মোহাম্মদ আলী ।
শিবিরের প্রথম শহীদ	-	শহীদ সাব্বির রহমান ।
শিবিরের শেষ শহীদ	-	

শিবির ঘোষিত দিবস সমূহ :

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী	-	৬ ই ফেব্রুয়ারি ।
শহীদ দিবস	-	১৩ ই মার্চ ।
কুরআন দিবস	-	১১ ই মে ।
ইসলামী শিক্ষা দবিস	-	১৫ ই আগস্ট ।
বদর দিবস	-	১৭ ই রমজান ।
পল্টন ট্রাজেডি	-	২৮ শে অক্টোবর ।

শহীদ দিবস:

১৯৮২ সালের ১১ মার্চ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের পশ্চিম চত্বরে ইসলামী ছাত্রশিবিরের উদ্যোগে নবীন বরণ অনুষ্ঠান শুরু হয়। অনুষ্ঠান শুরু হলে ছাত্রমৈত্রী, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগের সম্মিলিত ও সুপরিকল্পিত সশস্ত্র হামলায় শাহাদাত বরণ করেন শাব্বির আহমদ, আবদুল হামিদ ও আইয়ুব আলী । গুরুতর আহত আব্দুল জব্বার ভাই চিকিৎসারত অবস্থায় ২৮ শে ডিসেম্বর শাহাদাত বরণ করেন। আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের জন্য তাদের এই জীবন দান কে স্মরণীয় করে রাখতে এই দিনটিকে শহীদ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

কোরআন দিবস:

কলকাতার হাইকোর্টে দায়েরকৃত কোরআন বাজেয়াপ্ত মামলার প্রতিবাদে ১৮৮৫ সালের ১১ মে চাপাইনবাবগঞ্জে আয়োজিত মিছিলে কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট মোল্লা ওয়াহিদুজ্জামানের নির্দেশে নির্বিচার গুলিতে শাহাদাত বরণ করেন স্কুলছাত্রসহ ৮ জন। কোরআনের মর্যাদা রক্ষায় প্রাণ দিয়ে বিরল নজির স্থাপন করায় এই দিনটিকে কোরআন দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

ইসলামী শিক্ষা দিবস:

১৯৫৯ সালের ২ আগস্ট, পাকিস্তানের শিক্ষাব্যবস্থা কি হবে এই বিষয়ের উপর NIPA (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) কর্তৃক আয়োজিত এক সেমিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আব্দুল মালেক

ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তার ওপর যুক্তি নির্ভর প্রশংসনীয় এক বক্তৃতায় উপস্থাপন করেন, যার ফলে ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিবাদের ফাঁকা বুলি নিয়ে যারা সব সময় ব্যস্ত থাকে তাদের যুক্তির অসারতা প্রমাণিত হয়ে গেল। এরপর ১২ ই আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কর্তৃক আয়োজিত একটি সেমিনারে বক্তব্য দেওয়াকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি হয়। যুক্তি দিয়ে মোকাবেলা করতে না পেরে ধর্মনিরপেক্ষতার ঝান্ডাধারীরা আব্দুল মালেক ভাইয়ের উপর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইট, লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংজ্ঞাহীন আব্দুল মালেক ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি ১৫ ই আগস্ট শাহাদাত বরণ করেন। ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার জন্য তার দ্বিধাহীন ত্যাগের মহিমা কে সামনে রেখে তার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করার নিয়ম তান্ত্রিক দাবি হিসেবে এই দিনটিকে ইসলামী শিক্ষা দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকের নাম:

নয়াদিগন্ত	-	আলমগীর মহিউদ্দিন।
প্রথম আলো	-	মতিউর রহমান।
মানবজমিন	-	মতিউর রহমান চৌধুরী।
সমকাল	-	গোলাম সরোয়ার।
যুগান্তর	-	সালমা ইসলাম।
ইত্তেফাক	-	রাহাত খান।
সংগ্রাম	-	আবুল আসাদ।
আমার দেশ	-	মাহমুদুর রহমান।
কালের কণ্ঠ	-	আবেদ খান।
আমাদের সময়	-	নাঈমুল ইসলাম।
জনকণ্ঠ	-	আতিকুল্লাহ খান মাসুদ।
ডেইলি স্টার	-	মাহফুজ আনাম।

বিষয় ভিত্তিক আয়াত ও হাদিস

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

আল-কুরআন-

اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهِیَ لِلَّذِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ حَنِیْفًا وَّ مَاۤ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ۔

(ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাছ ছামাওয়াতি ওয়াল আরদা হানীফাওঁ ওমা আনা মিনাল মুশরিকীন)

অর্থ: আমি তো একমুখী হয়ে তাঁর দিকেই আমার মুখ ফিরালাম, যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং আমি কখনো মুশরিকদের মধ্যে শামিল নই। (সূরা আনআম- ০৬:৭৯)

قُلْ اِنَّ صَلَاتِیْ وَ نُسُكِیْ وَ مَحْیَایَ وَ مَمَاتِیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَۙ۔

(ক্বুল ইন্নাছ ছলাতী ওনুছুকী ওমাহ্ইয়া ইয়া ওমামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন)

অর্থ: (হে রাসূল!) বলুন, নিশ্চয়ই আমার নামাজ, আমার সবরকম ইবাদত, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছুই আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। (সূরা আনআম- ০৬:১৬২)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ یُقَاتِلُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ فَیَقْتُلُوْنَ وَ یُقْتَلُوْنَ ۟ وَعْدًا عَلَیْهِ حَقًّا فِی التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِیْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰی بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَیْعِكُمُ الَّذِیْ بَایَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ۔

(ইন্নাল্লা-হাশতারা মিনাল মু মিনীনা আনফুছাহুম ওয়া আমওয়া-লাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, ইউ কতিলূনা ফী ছাবীলিল্লাহি ফাইয়াকতুলূনা ওয়া ইউকতালূন, ওয়াদান আলাইহি হাককান ফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল কুরআনি, ওয়া মান আওফা বিআহদিহী মিনাল্লাহি ফাছতাবশিরূ বি বাইইকুমুল্লাযী বাইয়াতুম বিহী, ওয়া যালিকা হুয়াল ফাওঝুল আজীম)

অর্থ: (আসল ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্বে একটি মজবুত ওয়াদা, যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচা-কেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা (সূরা তাওবাহ- ০৯:১১১)

وَ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ۔

(ওমা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনছা ইল্লা লিইয়াবুদুন)

অর্থ: আমি মানুষ ও জীনকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি। (সূরা যারিয়াত- ৫১:৫৬)

হাদিস:

عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّه قَالَ مَنْ أَحَبَّ لِلهِ وَأَبْغَضَ لِلهِ وَ أَعْطَى لِلهِ وَمَنَعَ لِلهِ فَقَدْ اِسْتَكْمَلَ الْاِيْمَانَ ۔

হযরত আবু উমামা (রা:) রাসূল (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে (কাউকে) ভালোবাসলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, শত্রুতা পোষণ করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, কিছু দান করল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, আর দান থেকে বিরত থাকল তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ঈমানের পূর্ণতা লাভ করল। (আবু দাউদ)

عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِده وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ۔

অর্থ: হযরত আনাস (রা:) বলেন রাসূল (সা:) বলেছেন, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা-মাতা, তার সন্তান-সন্ততি এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই। (মিশকাত)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفَاتِيْحُ الْجَنَّةِ شَهَادَةُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ۔

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, বেহেশতের চাবি হচ্ছে এ কথার সাক্ষী দেওয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। (বুখারী)

দাওয়াত

আল-কুরআন-

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ ۔

(উদউ ইলা ছাবীলি রাব্বিকা বিল হিকমাতি ওয়াল মাওইজাতিল হাছানাহ, ওয়া জাদিলহুম বিল্লাতী হিয়া আহছান)

অর্থ: (হে নবী!) হিকমত ও সুন্দর উপদেশের মাধ্যমে আপনি মানুষকে আপনার রবের পথে ডাকুন, আর তাদের সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে হলে সুন্দরভাবে করুন। (সূরা নাহল- ১৬:১২৫)

وَ مَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللهِ وَ عَمِلَ صَالِحًا وَّ قَالَ اِنَّنِىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

(ওয়া মান আহছানু কওলাম মিম্মান দায়া আইলাল্লাহি ওয়া'আমিলা সলিহাওঁ ওয়াকালা ইন্নানী মিনাল মুছলিমীন)

অর্থ: তার চেয়ে আর কে উত্তম কথার অধিকারী হতে পারে যে (মানুষকে) ডাকে আল্লাহর পথে, সৎকর্ম করে এবং বলে নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। (হা-মিম সাজদাহ- ৪১:৩৩)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ۔ قُمْ فَأَنْذِرْ۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔

(ইয়া আইয়ুহাল মুদ্দাছছির, কুম ফাআনযির, ওয়া রাব্বাকা ফাকাব্বির)

অর্থ:হে কম্বল মুড়ি দিয়ে শায়িত ব্যক্তি! ওঠ এবং সাবধান কর এবং তোমার রবের বড়ত্ব প্রচার কর (সূরা মুদ্দাসসির: ১-৩)

হাদিস-

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَسِّرُوْا وَلَا تُعَسِّرُوْا وَبَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا۔

অর্থ: হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) নবী করীম (সা:) থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেছেন, তোমরা সহজ কর, কঠিন করো না, সুসংবাদ দাও, বীতশ্রদ্ধ করো না।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ بَلِّغُوْا عَنِّىْ وَلَوْ اٰيَةً ۔

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন, একটি আয়াত হলেও তা আমার পক্ষ থেকে প্রচার কর। (বুখারী:৩২০২)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِه فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِه فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِع فَبِقَلْبِه وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ۔

অর্থ: হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) নবী করীম (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের কথার দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকু না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে (বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে)। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর। (মুসলিম-৭০)

সংগঠন

আল-কুরআন-

وَ اعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّ لَا تَفَرَّقُوْا۔

(ওয়া তাসিমূ বিহাবলিল্লাহি জামীআওঁ ওলা তাফাররাকূ)

অর্থ: তোমরা সংঘবদ্ধভাবে আল্লাহর রজ্জুকে ধারণ কর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। (সূরা আল ইমরান-১০৩)

اِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ۔

(ইন্নাল্লাহা ইয়ু হিব্বুল্লাযীনা ইউকতিলূনা ফী ছাবীলিহী সাফফান কাআন্নাহুম বুনইয়ানুম মারসূস)

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐসব লোককে পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে এমনভাবে কাতারবন্দী হয়ে লড়াই করে, যেন তারা সীসা গলানো মজবুত দেয়াল। (আস সাফ- ০৪)

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ ۔

(কুনতুম খাইরা উম্মাতিন উখরিজাতিলিন্নাছি তা মুরূনা বিলমারূফি ওয়া তানহাওনা আনিল মুনকার, ওয়া তু'মিনুনা বিল্লাহ)

অর্থ: তোমরাই দুনিয়ার ঐ সেরা উম্মত যাদেরকে মানবজাতির হেদায়াত ও সংশোধনের জন্য আনা হয়েছে। তোমরা নেক কাজের আদেশ কর ও মন্দ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখ। (আল ইমরান: ১১০)

وَ لْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَ يَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۔

(ওয়ালতাকুম মিনকুম উম্মাতুইঁ ইয়াদউনা ইলাল খাইরি, ওয়া ইয়ামুরূনা বিল মারূফি ওয়া ইয়ানহাওনা আনিল মুনকারি ওয়া উলাইকা হুমুল মুফলিহুন)

অর্থ: তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক তো অবশ্যই থাকা উচিত, যারা নেকি ও কল্যাণের দিকে ডাকবে, ভালো কাজের হুকুম দেবে এবং খারাপ কাজ থেকে ফিরিয়ে রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই সফল হবে। (ইমরান-১০৪)

হাদিস-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِىْ سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوْا اَحَدَهُمْ ۔

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা:) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যখন কোন তিনজন ব্যক্তি সফরে থাকে, তখন যেন একজনকে আমীর বানিয়ে নেয়। (আবু দাউদ: ২২৪২)

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا اِسْلَامَ اِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَ لَا جَمَاعَةَ اِلَّا بِاِمَارَةٍ وَلَا اِمَارَةَ اِلَّا بِطَاعَةٍ ۔

অর্থ: হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা:) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সংগঠন ব্যতীত ইসলাম নেই, আর নেতৃত্ব ব্যতীত সংগঠন নেই এবং আনুগত্য ব্যতীত নেতৃত্ব নেই। (আসার)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَرَقَ الْجَمَاعَةِ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

অর্থ: হযরত আবু হুরায়রা (রা:) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসূল (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি আমিরের আনুগত্যকে অস্বীকার করে জামায়াত পরিত্যাগ করল এবং সেই অবস্থায় সে মারা গেল সে জাহেলিয়াতর মৃত্যুবরণ করল (মুসলিম শরীফ)

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه ۔

অর্থ: হযরত আবু যর (রা:) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, যে সংগঠন থেকে এক বিঘত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, সে তার ঘাড় থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল (আবু দাউদ: ৪১৩১)

عَنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَرِىِّ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَنَا اٰمُرُكُمْ بِخَمْسٍ اَللهُ اَمَرَنِىْ بِهِنَّ بِالْجَمَاعَةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَالْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ فَاِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الْجَمَاعَةِ قِيْدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْاِسْلَامِ مِنْ عُنُقِه اِلَّا اَنْ يَّر جِعَ وَمَنْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ مِنْ جُثَاءِ جَهَنَّمَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى قَالَ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهٗ مُسْلِمٌ فَادْعُوْا ا لْمُسْلِمِيْنَ بِمَا سَمَّاهُمْ الْمُسْلِمِيْنَ الْمُؤْ مِنِيْنَ عِبَادَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ۔

অর্থ: হযরত হারিসুল আশয়ারী (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন, আমি তোমাদেরকে পাঁচটি বিষয়ের নির্দেশ দিচ্ছি যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন। ১. জামায়াতবদ্ধ হবে, ২. নেতার আদেশ মন দিয়ে শুনবে, ৩. তার আদেশ মেনে চলবে, ৪. আল্লাহর পথে হিজরত করবে, ৫. আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করবে। আর তোমাদের মধ্য হতে যে সংগঠন হতে বিঘত পরিমাণ দূরে সরে গেল, সে তার গর্দান থেকে ইসলামের রশি খুলে ফেলল, তবে সে যদি ফিরে আসে তা ভিন্ন কথা। আর যে ব্যক্তি (মানুষদেরকে) জাহেলিয়াতের দিক আহবান জানায় সে জাহান্নামি। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সা:)! সে যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, এরপরও? রাসূল (সা:) বললেন, যদি রোজা রাখে, নামাজ পড়ে এবং নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে এরপরও জাহান্নামি হবে। তবে তোমরা মুসলমানদের ডাকো যেভাবে

তিনি (আল্লাহ) তাদের নামকরণ করেছেন মুসলিম, মুমিন এবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে। (মুসনাদে আহমাদ: ১৬৫৪২)।

প্রশিক্ষণ

আল-কুরআন-

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ ۗ وَ اِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۙ-

(হুওয়াল্লাযী বাআছা ফিল উম্মিইয়ীনা রাছূলাম মিনহুম ইয়াতলূ'আলাইহিম আইয়াতিহী ওয়া ইউঝাক্কীহিম ওয়া ইউ আলিলমুহুমুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়াইন কানূ মিন কাবলু লাফী দলালিম্মুবীন)

তিনিই সেই সত্তা, যিনি উম্মিদের মধ্যে তাদেরই একজনকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, যে তাদেরকে তাঁর আয়াত শোনান, তাদের জীবন পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেন। অথচ এর আগে তারা স্পষ্ট গোমরাহিতে পড়ে ছিল। (সূরা জুমুআ-৬২: ২)

الرَّحْمٰنُ- عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ- خَلَقَ الْاِنْسَانَ- عَلَّمَهُ الْبَيَانَ-

(আর রহমান, আল্লামাল কুরআন, খলাকল ইনসান, ওয়া আল্লামাহুল বায়ান)

অর্থ: অতি বড় মেহেরবান আল্লাহ এ আল-কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কথা বলা শিখিয়েছেন। (আর-রহমান ১-৪)

وَ يُعَلِّمُهُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ وَ التَّوْرٰىةَ وَ الْاِنْجِيْلَ ۚ-

(ওয়া ইউ আলিলমুহুল কিতাবা ওয়াল হিকমাতা ওয়াত তাওরাতা ওয়াল ইনজীল)

অর্থ: আল্লাহ তাঁকে কিতাব ও হিকমতের শিক্ষা দিবেন এবং তাওরাত ও ইনজিলের ইলম শেখাবেন। (সূরা আল ইমরান: ৪৮)

وَ عَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓىِٕكَةِ ۙ فَقَالَ اَنْۢبِـُٔوْنِىْ بِاَسْمَآءِ هٰۤؤُلَآءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ-

(ওয়া আল্লামা আদামাল আছমাআ কুল্লাহা ছুম্মা আরদাহুম আলাল মালাইকাতি ফাকলা আম্বিউনী বি আছমাই হাউলাই ইন কুনতুম সদিকীন)

অর্থ: এরপর আল্লাহ আদমকে সব জিনিসের নাম শেখালেন। তারপর এসব জিনিসকে ফেরেশতাদের সামনে পেশ করে বললেন, যদি তোমাদের এ ধারণা সঠিক হয়ে থাকে (যে খলিফা নিয়োগ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে) তাহলে এসব জিনিসের নাম বল দেখি। (সূরা বাকারা: ৩১)

হাদিস-

عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه-

উসমান (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম যে, নিজে আল-কুরআন মাজিদ শিক্ষা গ্রহণ করে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। (বুখারী: ৪৬৩৯)

عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ-

অর্থ: হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথে (জিহাদের মধ্যে) অবস্থান করে। (তিরমিযি)

أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ -

হযরত ইমাম মালেক (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তার কাছে এই সংবাদ পৌঁছেছে, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমাকে সুন্দর, বলিষ্ঠ চরিত্রের পরিপূর্ণতা বিধানের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমস্যা

আল-কুরআন:

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ﴿۱﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿۲﴾ اِقْرَاْ وَ رَبُّكَ الْاَكْرَمُ ﴿۳﴾ الَّذِىْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿۴﴾ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿۵﴾

পড়ুন (হে রাসূল!) আপনার রবের নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। তিনি জমাট রক্তের (ভ্রূণ) থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আপনি পড়ুন, আপনার রব বড়ই দয়ালু। যিনি মানুষকে কলমের সাহায্য জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষকে তিনি এমন জ্ঞান দিয়েছেন, যা সে জানত না। (সূরা আলাক:১-৫)

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَ يُزَكِّيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَ الْحِكْمَةَ -

তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের জন্য একজন নিরক্ষর রাসূল পাঠিয়েছেন। যিনি তাদেরকে আমার নিদর্শন (আয়াত) সমূহ পেশ করবেন, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করবেন, তাদেরকে শিক্ষা দিবেন কিতাব ও (হিকমত) কলা-কৌশল। (সূরা আল জুমুআ-৬২:২)

হাদিস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ ـ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করা প্রতিটি মুসলিম (নর-নারীর) ব্যক্তির উপর ফরজ (বায়হাকী: শুয়াবুল ঈমান: ১৬১৪)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ فِىْ طَلَبِ الْعِلْمِ كَانَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ حَتّٰى يَرْجِعَ ـ

২. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) অন্বেষণে বের হয়, সে ফিরে না আসা পর্যন্ত আল্লাহর পথেই থাকে। (তিরমিযি-২৫৭১)

ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ

আল-কুরআন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَ اَنْفُسِكُمْ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আমি কি তোমাদেরকে ঐ ব্যবসায়ের কথা বলব, যা তোমাদেরকে কষ্টদায়ক আজাব থেকে বাঁচাবে? তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের উপর ঈমান আন এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য অত্যন্ত ভালো, যদি তোমরা তা জান। (সূরা সাফ:১০-১১)

وَ مَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ؕ اِنَّ اللهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ـ

যে চেষ্টা-সাধনা করবে, সে তা নিজের ভালোর জন্যই করবে। নিশ্চয়ই গোটা সৃষ্টি জগতে কারো কাছে আল্লাহর কোনো ঠেকা নাই। (সূরা আনকাবূত:৬)

وَ قُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِىْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِىْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّىْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا ـ

আর দোয়া করো, যে আমার রব! আমাকে যেখানেই তুমি নিয়ে যাও সত্যতার সাথে নিয়ে নাও এবং যেখান থেকেই বের করো সত্যতার সাথে বের করো এবং তোমার পক্ষ থেকে একটি কর্তৃত্বশীল পরাক্রান্ত ব্যক্তিকে আমার সাহায্যকারী বানিয়ে দাও। (সূরা বানী ইসরাইল:৮০)

হাদিস:

عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ (رضـ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَىُّ الْاَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ اَلْاِيْمَانُ بِاللهِ وَالْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِه ـ

হযরত আবুযর গিফারী (রা:) বলেন, আমি বললাম হে আল্লাহর রাসূল (সা:), সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তিনি বললেন, আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তার পথে জিহাদ। (মুসলিম : বাবু বায়ানি কাওলিন ঈমানি বিল্লাহি তায়ালা আফদালুল আ'মালি- ১১৯)

عَنْ أَنَسٍ (رضـ) عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَاهِدُوْا الْمُشْرِكِيْنَ بِأَمْوَا لِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ـ

হযরত আনাস (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, তোমরা তোমাদের সম্পদ, হাত ও মুখ দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো। (নাসায়ী: বাবু উজুবিল জিহাদি: ৩০৪৫)

আনুগত্য

আল-কুরআন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ اُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ ـ

(ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাছূলা ওয়া উলিল আমরি মিনকুম)

অর্থ: হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! (যদি তোমরা সত্যি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান এনে থাক তাহলে) আল্লাহকে মেনে চল এবং রাসূলকে মেনে চল। (সূরা নিসা: ৫৯)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اَطِيْعُوا اللهَ وَ اَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَ لَا تُبْطِلُوْۤا اَعْمَالَكُمْ ـ

(ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানূ আতীউল্লাহা ওয়া আতীউর রাছূলা ওলা তুবতিলূ আমালাকুম)

অর্থ: হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ ও রাসূলের কথামতো চল। আর নিজেদের আমল নষ্ট করো না। (সূরা মুহাম্মদ: ৩৩)

وَ اَطِيْعُوا اللهَ وَ الرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۚ ـ

(ওয়া আতিউল্লাহা ওয়ার রছুলা লাআল্লাকুম তুরহামূন)

অর্থ: আর আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করো, আশা করা যায় তোমাদের উপর রহমত করা হবে! (সূরা আলে ইমরান: ১৩২)

হাদিস-

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً۔

অর্থ: আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত। নবী (সা:) বলেছেন: যে ব্যক্তি আনুগত্যের গন্ডি থেকে বের হয়ে যায় এবং জা'মায়াত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, অতঃপর মৃত্যুবরণ করে, তার মৃত্যু হয় জাহিলিয়াতের মৃত্যু। (মুসলিম: ১৮৪৮)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى ". قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ " مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى -

আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, আমার সকল উম্মতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন কে অস্বীকার করবে? তিনি বললেন, যারা আমার অনুসরণ করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সে-ই অস্বীকার করবে। (বুখারী: ইফা-৬৭৮৩)

বাইয়াত

আল-কুরআন-

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَ نُسُكِىْ وَ مَحْيَاىَ وَ مَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَۙ۔

(কুল ইন্নাছ ছলাতী ওয়া নুছুকী ওয়া মাহ্ইয়াইয়া ওয়া মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন)

অর্থ: আপনি বলুন! আমার নামায, আমার কোরবানি এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। (সূরা আনআম:১৬২)

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَ اَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ؕ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَ يُقْتَلُوْنَ ۫ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰىةِ وَ الْاِنْجِيْلِ وَ الْقُرْاٰنِ ؕ وَ مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِىْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ؕ وَ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ۔

(ইন্নাল্লা হাশতার মিনাল মুমিনীনা আনফুছাহুম ওয়া আম ওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ, ইউ কতিলূনা ফী ছাবীলিল্লাহি ফাইয়াকতুলূনা ওয়া ইউকতালূনা, ওয়াদান আলাইহি হাককান ফিত তাওরাতি ওয়াল ইনজীলি ওয়াল কুরআন, ওয়ামান আওফাবি আহদিহী মিনাল্লাহি ফাছতাবশিরু বি বাইইকুমুল্লাযী বাইয়াতুম বিহী, ওয়া যালিকা হুওয়াল ফাওযুল আজীম)

অর্থ: (আসলে ব্যাপার হলো) আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান ও মাল বেহেশতের বদলে কিনে নিয়েছেন। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে, (দুশমনকে) মারে এবং (নিজেরাও) নিহত হয়। তাদেরকে (বেহেশত দেওয়ার ওয়াদা) আল্লাহর দায়িত্ব একটি মজবুত ওয়াদা-যা তাওরাত, ইনজিল ও কুরআনে (করা হয়েছে)। ওয়াদা পালনে আল্লাহর চেয়ে বেশি যোগ্য আর কে আছে? সুতরাং তোমরা আল্লাহর সাথে যে বেচাকেনার কারবার করেছ, সে বিষয়ে খুশি হয়ে যাও। এটাই সবচেয়ে বড় সফলতা। (সূরা তাওবা: ১১১)

لَقَدْ رَضِىَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

আল্লাহ তায়ালা মু'মিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন, যখন তাকে গাছের তলায় আপনার কাছে বাইয়াত গ্রহণ করছিল। (সূরা ফাতহ-১৮)

بَلٰى مَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ وَ اتَّقٰى فَاِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ -

আর যে ব্যক্তি তার ওয়াদা (প্রতিশ্রুতি) পূর্ণ করবে এবং তাকওয়ার নীতি অবলম্বন করবে (সে আল্লাহ তা'আলার প্রিয়ভাজন হবে)। আর নিশ্চিতভাবে আল্লাহ পাক মুত্তাকিদের ভালবাসেন। (সূরা আল ইমরান:৭৬)

হাদিস-

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِىْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً -

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা:) কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি বাইয়াতের বন্ধন ছাড়াই মারা গেল সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। (মুসলিম: ৩৪৪১)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا اِذَا بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُوْلُ لَنَا فِيْمَا اسْتَطَعْتُمْ -

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (সা:) এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করতাম শ্রবণ ও আনুগত্যের উপর। আর তিনি আমাদেরকে সামর্থ্য অনুযায়ী উক্ত আমল করতে বলতেন। (বুখারী: বাবু কাইফা ইউবায়িউল ইমামুন নাসা, ৬৬৬২)

পর্দা

আল কুরআন-

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ۔

(ওয়াল্লাযীনা হুম লিফুরূজিহিম হাফিজূন)

অর্থ: আর যারা (সফল মু'মিনদের একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তারা) নিজেদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। (সূরা মুমিনূন: ৫)

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ؕ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۔

(কুল্লিল মুমিনীনা ইয়াগুদদূ মিন আবসরিহিম ওয়া ইয়াহফাজু ফুরূজাহুম যালিকা আঝকলাহুম, ইন্নাল্লাহা খাবীরুম বিমা ইয়াসনাউন।)

অর্থ: (হে নবী!) মুমিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের চোখ নিচু রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটাই তাদের জন্য বেশি পবিত্র নিয়ম, তারা যা কিছু করে আল্লাহ এর খবর রাখেন। (সূরা নূর- ৩০)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰۤى اَهْلِهَا ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۔

হে ঐসব লোক যারা ঈমান এনেছ! তোমাদের ঘর ছাড়া অন্যদের ঘরে তাদের অনুমতি ছাড়া এবং তাদেরকে সালাম পাঠানো ছাড়া কখনও ঢুকবে না। এ নিয়ম তোমাদের জন্যই ভালো। আশা করা যায় যে, তোমরা এ বিষয়ে খেয়াল রাখবে। (সূরা নূর-২৭)

হাদিস:

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ۔

অর্থ: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, মহিলারা হলো পর্দায় থাকার বস্তু। যখন সে (পর্দা উপেক্ষা করে) বাহিরে আসে তখন শয়তান তাকে সুসজ্জিত করে দেখায়। (তিরমিযী: ১০৯৩)

ইসলামী আন্দোলন না করার পরিণাম

আল-কুরআন-

إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔

(ইল্লা তানফিরু ইউআযযিবকুম আযাবান আলীমাওঁ ওয়া ইয়াছতাবদিল কাওমান গাইরাকুম, ওলা তাদুররূহু শাইয়াহ, ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইয়িন কাদির)

অর্থ: তোমরা যদি যুদ্ধযাত্রা না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য কোন জাতি সৃষ্টি করে দেবেন আর তোমরা আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তির আধার। (সূরা তওবা:৩৯)

إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۔

তোমরা যদি নবীর সাহায্য না কর তাহলে সেই জন্য কোনই পরোয়া নেই, আল্লাহ সেই সময়ও তাঁর সাহায্য করেছেন যখন কাফিরগণ তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছিল। (সূরা তওবা-৪০)

জান্নাত

আল কুরআন:

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنّٰتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًاۙ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَبْغُوْنَ عَنْهَا حِوَلًا ۔

নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে এবং নেক আমল করেছে তাদের মেহমানদারির জন্য ফিরদাউস নামক বেহেশত রয়েছে, যেখানে তারা চিরদিন থাকবে এবং সেখান থেকে অন্য কোথাও তারা যেতে চাইবে না। (সূরা কাহফ:১০৭-১০৮)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۔

যারা ঈমান এনেছে ও নেক আমল করেছে, নিশ্চয়ই তাদের জন্য রয়েছে বেহেশতের বাগান, যার নিচে ঝরনাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে-এটা বিরাট সফলতা।(সূরা বুরুজ:১১)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۔ جَزَاؤُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَّضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۔

(ইন্নাল্লাযীনা আ-মানূওয়া 'আমিলুসসা-লিহা-তি উলাইকা হুম খাইরুল বারিইইয়াহ। জাঝাউহুম 'ইনদা রাব্বিহিম জান্না-তু'আদনিন তাজরী মিন তাহতিহাল আনহা-রু খা-লিদীনা ফীহাআবাদার রাদিয়াল্লা-হু 'আনহুম ওয়া রাদূ 'আনহু যা-লিকা লিমান খাশিয়া রাব্বাহ)

অর্থ: যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির সেরা। তাদের পালনকর্তার কাছে রয়েছে তাদের প্রতিদান চিরকাল বসবাসের জান্নাত, যার তলদেশে নির্ঝরিণী প্রবাহিত। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা তার জন্যে, যে তার পালনকর্তাকে ভয় করে। (সূরা বাইয়্যিনাহ ৭-৮)

إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ - هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ - لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ - سَلَامٌ قَوْلًا مِن رَّبٍّ رَّحِيمٍ -

(ইন্না আসহাবাল জান্নাতিল ইয়াওমা ফী শুগুলিন ফা-কিহূন। হুম ওয়া আঝওয়া-জুহুম ফী জিলা-লিন 'আলাল আরাইকি মুত্তাকিউন। লাহুম ফীহা-ফা-কিহাতুওঁ ওয়া লাহুম মা-ইয়াদ্দা'উন। ছালা-মুন কাওলাম মিররাব্বির রাহীম)

অর্থ: এদিন জান্নাতীরা আনন্দে মশগুল থাকবে, তারা এবং তাদের স্ত্রীরা উপবিষ্ট থাকবে ছায়াময় পরিবেশে আসনে হেলান দিয়ে, সেখানে তাদের জন্যে থাকবে ফল-মূল এবং যা চাইবে। করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম। (সুরা ইয়াসীন ৫৬-৫৮)

হাদিস:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِطَّلَعْتُ فِىْ الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِىْ النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ -

হযরত ইমরান ইবনে হোসাইন (রা:) নবী করীম (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি জান্নাতে উঁকি দিয়ে দেখেছি, তার অধিকাংশ অধিবাসীই দরিদ্র। আর জাহান্নামে উঁকি দিয়ে দেখেছি তার অধিকাংশ মহিলা। (বুখারী)

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ اَلسَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْضِعُ سَوْطٍ فِىْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا -

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী (রা:) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, একটি চাবুক রাখার পরিমাণ সম জান্নাতের মর্যাদা গোটা পৃথিবী এবং তার মাঝে যা রয়েছে, তার চাইতেও উত্তম (বুখারী)

জাহান্নাম

আল-কুরআন:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ -

(ইন্নাল্লাযীনা কাফারূমিন আহলিল কিতা-বি ওয়াল মুশরিকীনা ফী না-রি জাহান্নামা খা-লিদীনা ফীহা- উলাইকা হুম শাররুল বারিইইয়াহ)

অর্থ: আহলে-কিতাব ও মুশরেকদের মধ্যে যারা কাফের, তারা জাহান্নামের আগুনে স্থায়ীভাবে থাকবে। তারাই সৃষ্টির অধম।

فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِيْنَ -

১. যদি (এখন) তোমরা তা করতে না পার, অবশ্য তোমরা কখনোই তা করতে পারবে না; তাহলে ঐ আগুনকে ভয় কর, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর এবং যা কাফিরদের জন্য তৈরি রাখা হয়েছে। (সূরা বাকারা:২৪)

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِکَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ -

আর যারা কুফরি করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারা জাহান্নামি। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। (সূরা-বাকারা:৩৯)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ -

হে ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছ! নিজেদেরকে ও আপন পরিবার-পরিজনকে ঐ আগুন থেকে বাঁচাও, যার লাকড়ি হবে মানুষ ও পাথর। এবং যার উপর এমন সব ফেরেশতা নিয়োগ করা হবে, যারা খুবই কর্কশ ও কঠোর; যারা কখনো আল্লাহর নাফরমানি করে না এবং যে হুকুমই তাদেরকে দেয়া হয় তা তারা পালন করে। (সূরা তাহরিম:৬)

وَسِيْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا ؕ حَتّٰٓى اِذَا جَآءُوْهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَ يُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ -

(এ ফয়সালার পর) যারা কুফরি করেছিল তাদেরকে দলে দলে দোজখের দিকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে। যখন তারা সেখানে পৌঁছবে তখন দোজখের দরজাগুলো খোলা হবে। দোজখের পাহারাদার তাদেরকে জিজ্ঞেস করবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে রাসূলগণ আসেননি, যারা তোমাদেরকে তোমাদের রবের আয়াতসমূহ শুনিয়েছেন এবং এ বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, একদিন তোমাদেরকে এ দিনটি দেখতে হবে? তারা জবাবে বলবে, হ্যাঁ, তারা এসেছিল। কিন্তু আজাবের ফয়সালা কাফিরদের উপর জারি হয়ে গেছে।' (সূরা যুমার:৭১)

হাদিস:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُوْلُ هَلْ مِنْ مَزِيْدٍ حَتّٰى يَضَعَ فِيْهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى قَدَمَهُ فَتَقُوْلُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ وَ يُزْوٰى بَعْضُهَا اِلٰى بَعْضٍ -

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা:) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (সা:) বলেছেন, জান্নাম অনবরত বলতেই থাকবে আরো (অপরাধী) আছে কি ? এমনকি শেষ পর্যন্ত মহান আল্লাহ তায়ালা তার পা দ্বারা তাকে চেপে ধরবেন। অতঃপর জাহান্নাম বলবে, যথেষ্ট, যথেষ্ট। তোমার ইজ্জতের কসম! একাংশ অপরাংশকে নিবিষ্ট করে দিচ্ছে। (মুসলিম ৫০৮৪)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَ حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ ـ

হযরত আবু হুরায়রা (রা:) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেছেন, জাহান্নামকে লোভনীয় বস্তু দ্বারা আবৃত করে রাখা হয়েছে, আর জান্নাতকে আবৃত রাখা হয়েছে কষ্টকর কার্যদ্বারা। (আহমাদ: ৭২১৬)

সালাত

আল-কুরআন:

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِىْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ـ

(আল্লাযীনা হুম ফী ছলা-তিহিম খশিউন)

যারা নিজদের সালাতে বিনয়াবনত। (সূরা মুমিনুন-২)

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ـ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ـ الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ ـ

(ফাওয়াইলুল লিল মুসাল্লীন, আল্লাযীনা হুম অ্যান সলাতিহিম সা-হূন, আল্লাযীনা হুম ইউরাউন)

অর্থ: অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাযীর, যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন, যারা তা(নামায) লোক দেখানোর জন্য করে। (সুরা মাউন: ৪-৬)

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنّٰهُمْ فِى الْاَرْضِ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتَوُا الزَّكٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ؕ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْرِ ـ

তারাই ঐ সব লোক, যাদেরকে যদি আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দিই, তাহলে তারা নামাজ কায়েম করে, জাকাত আদায় করে, ভালো কাজের আদেশ দেয় এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করে। আর সকল বিষয়ের পরিণাম আল্লাহরই হাতে। (সূরা হাজ: ৪১)

اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِدُلُوْكِ الشَّمْسِ اِلٰى غَسَقِ الَّيْلِ وَ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ ؕ اِنَّ قُرْاٰنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُوْدًا ـ

(হে নবী!) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত নামাজ কায়েম করুন। আর ফজরের (নামাজে) আল-কুরআন পড়ুন, কেননা ফজরে আল-কুরআন পড়ার সময় (ফেরেশতারা) হাজির থাকে। (বনি ইসরাইল:৭৮)

وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ ارْكَعُوْا مَعَ الرّٰكِعِيْنَ ـ

সালাত কায়েম কর, জাকাত দাও এবং যারা আমার সামনে নত হয় (রুকুকারী) তাদের সাথে তোমরাও নত হও (রুকু কর) (সূরা বাকারা:৪৩)

وَ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ وَ اِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَ اَنَّهُمْ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ـ

সবর ও নামাজ দ্বারা তোমরা সাহায্য চাও। নিশ্চয়ই নামাজ খুব মুশকিল কাজ। কিন্তু ঐসব অনুগত লোকদের জন্য মুশকিল নয়, যারা মনে করে যে, শেষ পর্যন্ত তাদেরকে আপন রবের সাথে দেখা করতেই হবে এবং তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (সূরা বাকারা:৪৫-৪৬)

হাদিস:

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْرِدُوْا بِالصَّلَاةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ـ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা:) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা:) বলেছেন, (গরমকালে যুহরের নামাজ গরমের প্রচন্ডতা কমলে) নামাজ ঠান্ডার সময় পড়। কেননা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের শ্বাস থেকেই উৎসারিত। (বুখারী: বাবু ছিফাতিন নারি, ৩০১৯)।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً ـ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা:) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা:) বলেছেন, একাকী নামাজ পড়ার চাইতে জামাআতে নামাজ পড়ার ফজিলত সাতাশ গুণ বেশি। (বুখারী: ১০৩৮)

ঈমান

আল-কুরআন:

وَ الْعَصْرِۙ ـ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍۙ ـ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ـ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَ تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ـ

সময়ের কসম, নিশ্চয় আজ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত, তবে তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে, সৎকাজ করেছে, পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে এবং পরস্পরকে ধৈর্যের উপদেশ দিয়েছে। (সূরা আসর:১-৩)

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللهِ وَ رَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَ جٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَ اَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ـ

তারাই সত্যিকার মুমিন, যারা আল্লাহ ও রাসূলের ওপর ঈমান এনেছে, এরপর এতে কোন সন্দেহ করেনি এবং আল্লাহর পথে তাদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে। এরাই সাচ্চা লোক। (সূরা হুজুরাত:১৫)

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ ؕ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ مَلٰٓئِكَتِهٖ وَ كُتُبِهٖ وَ رُسُلِهٖ ۟ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۟ وَ قَالُوْا سَمِعْنَا وَ اَطَعْنَا ٞ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ -

রাসূল ঐ হেদায়াতের উপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর উপর নাজিল হয়েছে এবং যারা এ রাসূলকে মানে তারাও ঐ হেদায়াতকে মন থেকে মেনে নিয়েছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রাসূলগণকে মানে। আর তারা বলে: আমরা আল্লাহর রাসূলগণের একজন থেকে আর একজনকে আলাদা করি না, আমরা হুকুম শুনেছি আনুগত্য কবুল করেছি। হে আমাদের রব! আমরা আপনার কাছে গুনাহ মাফ চাই এবং আপনারই কাছে আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বাকারা: ২৮৫)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ -

হে ঈমানদারগণ, তোমরা তা কেন বল, যা তোমরা কর না? (সূরা সফ-২)

হাদিস:

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِاَخِيْهِ مَا يُحِبَّ لِنَفْسِه ‑) بُخَارِىْ: بَابُ مِنَ الْاِيْمَانِ أَنْ يُّحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه، مُسْلِمٌ: بَابُ الدَّلِيْلِ عَلٰى أَنَّ مِنْ خِصَالِ الْاِيْمَانِ -

হযরত আনাস (রা:) নবী করীম (সা:) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (সা:) ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্য হতে কেহই ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। (বুখারী : বাবু মিনাল ঈমানি আন ইউহিব্বা লি আখিহি মা ইউহিব্বু লিনাফসিহি, ১২) (মুসলিম: বাবুদ দালিলি আলা আন্না মিন খিছালিল ঈমান, ৬৪)

মৌলিক বই নোট

কর্মপদ্ধতি

ভুমিকা:

"কর্মপদ্ধতি" বইটির ভুমিকাকে মোটামুটি ভাবে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলো হলো-

- লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
- কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতি।
- বৈজ্ঞানিক কর্মপদ্ধতি।
- আমাদের ও বাতিলের কর্মপদ্ধতি।
- ইতিহাস ঐতিহ্য।
- হিকমাত বা জ্ঞানগর্ভ।

কর্মপদ্ধতির বৈশিষ্ট্য:

১. রাসুল (সা:) এর অনুসৃত পদ্ধতি।
২. বিজ্ঞান সম্মত, যুক্তি ভিত্তিক।
৩. ইসলামী রেনেসাঁর ইতিহাসলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে রচিত।
৪. সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী।
৫. পরিবেশ ও পরিস্থিতির আলোকে পরিবর্তনশীল।
৬. কর্মপদ্ধতির কৌশলগত দিক পরিবেশ পরিস্থিতির আলোকে পরিবর্তনশীল।

কর্মপদ্ধতি বুঝার জন্য প্রয়োজন:

১. বার বার অধ্যয়ন।
২. চিন্তা, গবেষণা ও অধ্যবসায়।
৩. সক্রিয় কাজ।
৪. আলোচনা-পর্যালোচনা।
৫. পুরাতন ও দায়িত্বশীল কর্মীদের অভিজ্ঞতা।

প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কারণ:

আল্লাহর এই জমিনে সকল প্রকার যুলুম ও নির্যাতনের মূলোচ্ছেদ করে আল কোরআন ও আল হাদীসের আলোকে ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়ের সৌধের উপর এক আদর্শ ইসলামী সমাজ গড়ে তোলার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির। চমক লাগানো সাময়িক কোন লক্ষ্য হাসিল এর উদ্দেশ্য নয়।

আদর্শ কর্মীর বৈশিষ্ট বা গুনাবলী ৮টি

- মজবুত ঈমান।
- খোদাভীতি।
- আদর্শের সুস্পষ্ট জ্ঞান।
- আন্তরিকতা।
- নিষ্ঠা।
- কর্মস্পৃহা।
- চারিত্রিক মাধুর্য।
- কর্মসূচী ও কর্মপদ্ধতির যথার্থ অনুধাবন।

বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের পাঁচ দফা কর্মসূচী:

পাঁচ দফা কর্মসূচী:

- দাওয়াত।
- সংগঠন।
- প্রশিক্ষণ।
- ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যা।
- ইসলামী সমাজ বিনির্মাণ।

প্রথম দফা: দাওয়াত

তরুণ ছাত্রসমাজের কছে ইসলামের আহ্বান পৌঁছিয়ে তাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞানার্জন এবং জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বানুভুতি জাগ্রত করা।

প্রথম দফার করনীয় দিক ৩ টি:

- ইসলামের ব্যাপক প্রসার।
- ছাত্রদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান অর্জন।
- ইসলামী অনুশাসন মানা।

এ দফার কাজ বা বাস্তবায়নের দিক ৮ টি-

- ব্যক্তিগত সাক্ষাতকার ও সম্প্রীতি স্থাপন।
- সাপ্তাহিক ও মাসিক সাধারন সভা।
- সিম্পোজিয়াম ও সেমিনার।
- চা চক্র ও বনভোজন।
- নবাগত সংবর্ধনা।
- বিতর্কসভা রচনা, বক্তৃতা প্রতিযোগিতা, সাধারণ জ্ঞানের আসর।

- পোস্টারিং, দেয়াল লিখন, পরিচিতি ও বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত সাময়িকী বিতরণ।
- ক্যাসেট, সিডি-ভিসিডি বিতরণ।

সিম্পোজিয়াম: কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর মাত্র একজন বক্তার আলোচনা।

সেমিনার: কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর একাধিক বক্তার আলোচনা।

ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার ও সম্প্রীতি স্থাপনের পন্থা ৫ টি:

১. পরিকল্পনা।
২. সম্প্রীতি স্থাপন।
৩. ক্রমধারা অবলম্বন।
৪. যোগাযোগকারীর বৈশিষ্ট্য।
৫. ক্রমান্বয়ে কর্মী পর্যায়ে নিয়ে আসার উপায়।

ক্রমধারা অবলম্বন:

- প্রথম দেখাতেই মূল দাওয়াত পেশ না করে প্রথমে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করতে হবে।
- টার্গেটকৃত ছাত্রের মন-মগজে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম ও ইসলামী আন্দোলন সম্পর্কে যাবতীয় ভুল ধারণার বুদ্ধিমত্তার সাথে দূর করতে হবে।
- আখেরাত তথা পরকাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিতে হবে এবং যাবতীয় সমস্যার সমাধানে ইসলামের সুমহান আদর্শের কার্যকারীতা তুলে ধরতে হবে।
- তাঁকে রাসূলুল্লাহ (সা:) এর জীবন, সাহাবায়ে কেরামদের জীবনের ঘটনাবলির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের ও সাংগঠনিক জীবনের প্রয়জনীয়তা উপলব্ধি করাতে হবে।

ক্রমান্বয়ে কর্মী পর্যায়ে নিয়ে আসার উপায় ৫ টি:

১. সংগঠনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রতি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আগ্রহী করা।
২. সাধারণসভা, চা-চক্র ও বনভোজনে শামিল করা।
৩. পরিকল্পিত ভাবে বই পড়ানো।
৪. বিভিন্ন ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা।
৫. সময় ও মন মানসিকতা বুঝে ছোট খাট কাজ দেওয়া।

টার্গেট নির্ধারনের পন্থা বা টার্গেটকৃত ছাত্রের গুনাবলী ৫ টি-

- মেধাবী ছাত্র।
- বুদ্ধিমান ও কর্মঠ।
- চরিত্রবান।
- নেতৃত্বের গুনাবলী সম্পন্ন।
- সমাজে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাবশালী।

যোগাযোগকারীর বৈশিষ্ট্য ১৩ টি:

- কম কথা বলা।
- অত্যাধিক ধৈর্যের পরিচয় দেওয়া।
- চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে প্রভাব সৃষ্টি করা।
- ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা রাখা।
- কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে ব্যক্তিত্ব অক্ষুন্ন রেখে সময় নেওয়া।
- গোজামিলের আশ্রয় না নেওয়া।
- মন মানসিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা।
- অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় কাজ করা।
- দুর্বলতার সমলোচনা না করা।
- ববহারে অমায়িক হওয়া।
- সুখ-দুঃখের অংশীদার হওয়া।
- মনকে অহেতুক ধারণা থেকে মুক্ত রাখা।
- সম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করা।

প্রথম দফার অতিরিক্ত কাজ ৫ টি-

- গ্রুপ দাওয়াতী কাজ।
- দাওয়াতী গ্রুপ প্রেরণ।
- দাওয়াতী সপ্তাহ ও পক্ষ।
- মোহররামদের মাঝে কাজ।
- মসজিদ ভিত্তিক দাওয়াতী কাজ।

দ্বিতীয় দফা: সংগঠন

যে সব ছাত্র ইসলামী জীবনবিধান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে অংশ নিতে প্রস্তুত তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।

দ্বিতীয় দফার করনীয় কাজ ১০ টি-

- কর্মী বৈঠক।
- সাথী বৈঠক।
- সদস্য বৈঠক।
- দায়িত্বশীল বৈঠক।
- কর্মী যোগাযোগ।
- বায়তুল মাল।

- সাংগঠনিক সফর।
- পরিচালক নির্বাচন।
- পরিকল্পনা।
- রিপোর্টিং।

কর্মী যোগাযোগের উদ্দেশ্য:

নিষ্ক্রিয় কর্মীকে সক্রিয় করা, সক্রিয়কে আরো সক্রিয় করা ও ভুল বোঝাবুঝি দূর করা।

কর্মী যোগাযোগের পন্থা বা করনীয় ৭ টি-

- পরিকল্পনা।
- স্থান ও সময় নির্বাচন।
- ঐকান্তিকতা।
- ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা আলোচনা।
- সাংগঠনিক আলোচনা।
- সার্বিক আন্দোলনের আলোচনা।
- দোয়া ও সালাম বিনিময়।

পরিকল্পনা প্রণয়নে লক্ষনীয় দিক ৬ টি:

১. জনশক্তি (শ্রেণী বিন্যাসসহ)।
২. কর্মীদের মান।
৩. কাজের পরিধি ও পরিসংখ্যানমূলক তথ্য।
৪. অর্থনৈতিক অবস্থা।
৫. পারিপার্শ্বিক অবস্থা।
৬. বিরোধী শক্তির তৎপরতা।

কর্মী হওয়ার শর্ত ৪ টি:

১. নিয়মিত দাওয়াতী কাজ করা।
২. নিয়মিত ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা।
৩. নিয়মিত বায়তুলমালে এয়ানত দেয়া।
৪. প্রোগামাদিতে উপস্থিত হওয়া।

একজন কর্মীর করনীয় কাজ ৮ টি-

- কুরআন ও হাদীস নিয়মিত বুঝে পড়ার চেষ্টা করা।
- নিয়মিত ইসলামী সাহিত্য পড়া।
- ইসলামের প্রাথমিক দাবীসমূহ মেনে চলার চেষ্টা করা।
- নিয়মিত বায়তুলমালে এয়ানত দেওয়া।
- নিয়মিত ব্যক্তিগত রিপোর্ট রাখা ও দেখানো।
- কর্মীসভা, সাধারন সভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমুহে যোগদান করা।
- সংগঠন কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।
- অপরের কাছে সংগঠনের দাওয়াত পৌছানো।

কর্মী বৈঠকে এজেন্ডাসমূহ:

- অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত।
- ব্যক্তিগত রিপোর্ট পেশ, মন্তব্য ও পরামর্শ।
- পরিকল্পনা গ্রহন।
- কর্মবন্টন।
- সভাপতির বক্তব্য ও মোনাজাত।

তৃতীয় দফা: প্রশিক্ষণ

এই সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান এবং আদর্শ চরিত্রবানরূপে গরে তুলে জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী হিসেবে গড়ে তোলার কার্যকারী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৩য় দফার কাজ ১৩ টি:

১. পাঠাগার প্রতিষ্ঠা।
২. ইসলামি সাহিত্য পাঠ ও বিতরণ।
৩. পাঠচক্র, আলোচনাচক্র, সামষ্টিক অধ্যয়ন।
৪. শিক্ষাশিবির, শিক্ষা বৈঠক।
৫. স্পিকার্স ফোরাম।
৬. লেখক শিবির।
৭. শব্দোরী বা নৈশ ইবাদত।
৮. সামষ্টিক ভোজ।
৯. ব্যক্তিগত রিপোর্ট সংরক্ষণ।
১০. দোয়া ও নফল ইবাদত।
১১. এহতেসাব বা গঠনমূলক সমালোচনা।
১২. আত্ম সমালোচনা।
১৩. কোরআন তালিম।

তওবার নিয়ম:

- সর্বপ্রথম ঐকান্তিকতার সাথে নিজ ভুলের স্বীকৃতি দেয়া।
- ভুলের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়া।
- দ্বিতীয়বার ভুল না করার জন্য ওয়াদা করা এবং ওয়াদাকে কার্যকরী করার বাস্তব চিন্তা করা।

- নামায, রোযা, বা আর্থিক কুরবানীর বিনিময়ে ভুলের কাফফারা আদায় করা।

আত্মসমালোচনার পদ্ধতি:

- সময় নির্বাচন- শোয়ার পূর্ব মুহূর্তে বা ফযর নামাযের পর।
- আল্লাহকে হাজির-নাজির জেনে জায়নামাজে বসা।
- সারা দিনের কর্মব্যস্ত সময়ের কথা চিন্তা করা।
- ভাল কাজের জন্য শুকরিয়া আদায় এবং ভুলের জন্য তওবা করা।
- ব্যক্তিগত ফরয, ওয়াজিব ইবাদত আদায়কালে মনোযোগ ও আন্তরিকতা যথার্থই ছিল কিনা চিন্তা করা।
- সাংগঠনিক দায়িত্ব পালনের যে সময় ও সামর্থ ছিল তা পুরোপুরি ব্যয় সম্পর্কে চিন্তা করা।
- ব্যবহারিক জীবন বা মুয়ামেলাত সম্পর্কে চিন্তা করা।
- আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা।

৪র্থ দফা: ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্র সমস্যা

আদর্শ নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে ইসলামী মুল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের দাবীতে সংগ্রাম ও ছাত্র সমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান।

৪র্থ দফার দিক ২ টি:

১. ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।
২. ছাত্রসমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান।

ছাত্র সমস্য ২ ধরণের:

১. ব্যক্তিগত।
২. সমষ্টিগত।

ব্যক্তিগত সমস্য:

- ছাত্রদের লজিং না থাকা।
- বেতন দানে ও পরীক্ষার ফি দিতে অক্ষমতা।
- বই কেনার অসামর্থ্য।

সমষ্টিগত সমস্য:

- ভর্তি ও আসন সমস্য।
- শিক্ষকের অভাব।
- পাঠাগারের অভাব।
- মসজিদ না থাকা।
- কেন্টিনের সমস্যা।
- নির্যাতন মূলক সমস্যা।
- পাঠ্যবই এর মূল্য ও বেতন বৃদ্ধি।

পঞ্চম দফা: ইসলামী সমাজ বিনির্মান:

অর্থনৈতিক শোষন, রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামী সমাজ বিনির্মানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

পঞ্চম দফার দিক ২ টি:

১. যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী গঠন।
২. বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহন।

যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মীবাহিনী গঠনে কাজ:

- ক্যারিয়ার তৈরী।
- নেতৃত্ব তৈরী।
- কর্মী তৈরী।
- জ্ঞান অর্জন।

বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহনে কাজ:

- সহযোগিতা।
- পরিবেশ সৃষ্টি ও চাপ।

পরিবেশ সৃষ্টি ও চাপ:

চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে জাতীয় জীবনে একটা পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির তৎপরতা চালাতে হবে৷ এ তৎপরতা যখন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ছাত্রদেরকে সংশ্লিষ্ট করতে পারবে তখন সমাজ ও জাতীয় জীবনে তা একটি শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করবে৷ আর এহেন চারিত্রিক শক্তি দিয়ে আমরা কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করতে বদ্ধপরিকর।

চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান
নঈম সিদ্দিকী

ভূমিকার দিক ৩ টি:

১. শয়তানের তৎপরতা (শয়তানে হামলা, পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী হামলা, ও নাস্তিক্যবাদী হামলা)
২. স্বার্থপরতা
৩. ঈমানের পুঁজি

১. শয়তানের তৎপরতা:

মানুষের তৎপরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে শয়তানের তৎপরতা ও বৃদ্ধি পায়। শয়তানের চ্যালেঞ্জ "যে মানুষের সামনে, পিছনে, উপরে, নিচে চতুর্দিক থেকে আক্রমন করবে"। বর্তমান পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ এর বাস্তব চিত্র।

২. স্বার্থপরতা:

এলাকার সংক্রামক ব্যাধি হতে দেখে দূরে অবস্থান যেমন স্বার্থপরতা তেমনি বর্তমানে কেউ ঈমান নিয়ে মসজিদের কোনে আশ্রয় নেয়াটাই স্বার্থপরতার সামিল

৩. ঈমানের পুঁজি:

বাজারে আবর্তনের মধ্যে পুঁজির স্বার্থকতা। সিন্দুকে পড়ে থাকা পুঁজি যেমন কোন মুনাফা বয়ে আনতে পারে না তেমনি চরিত্র রুপ পুঁজি কোন মুনাফা বয়ে আনতে পারে না। কিন্তু জনসমক্ষে খাটানোর মধ্যেই রয়েছে চরিত্রের স্বার্থকতা।

শয়তানের হামলা ৩ প্রকার:

- শয়তান মানুষের রূপ ধরে আসে।
- শয়তান মানুষের চতুর্দিক থেকে হামলা করে।
- শয়তান মানুষের রক্ত কণিকায় প্রবেশ করে।

পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী হামলা ২ প্রকার:

- পুঁজিবাদ।
- জাতীয়তাবাদ।

নাস্তিক্যবাদের হামলা ৩ প্রকার:

- সমাজতন্ত্র বা কমিউনিজম।
- স্রষ্টার অস্তিত্বে অস্বীকৃতি।
- ব্যক্তিজীবনে ইসলামকে মেনে না নেওয়া।

বইটিতে ৩ টি বিষয় আলোচনা করা হয়েছে:

১. আল্লাহর সাথে সম্পর্ক।
২. সংগঠনের সাথে সম্পর্ক।
৩. সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক।

আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায় ৪ টি-

১. মৌলিক বা ফরয ইবাদতসমূহ যথাযথভাবে পালন করা।
২. কুরআন, হাদীস ও ইসলামি সাহিত্য সরাসরি অধ্যায়ন করা।
৩. নফল ইবাদতসমূহ পালন করা।
৪. সার্বক্ষণিক দোওয়া ও জিকির করা।

সংগঠনের সাথে সম্পর্ক:

দায়িত্বশীলের প্রতি কর্মীর করণীয় ৩ টি:

১. আদেশ ও আনুগত্যের ভারসাম্য রক্ষা করা।
২. অন্ধ আনুগত্য পরিহার করা।
৩. নেতার পরিবর্তনে আনুগত্যের পরিবর্তন না করা।

কর্মীর প্রতি দায়িত্বশীলের করণীয় ৪ টি:

১. কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া।
২. কর্মীদের ভুল ত্রুটি ক্ষমা করা।
৩. পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করা।
৪. সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে আল্লাহর প্রতি ভরসা করা।

কর্তৃত্ব ও আনুগত্য সম্পর্কে আরো কিছু কথা:

- চিঠি-সার্কুলার এর আনুগত্য করা।
- কোন প্রোগাম বা কাজের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতি ও সময় মেনে চলা।
- আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার অনুভূতি নিয়ে কাজ করা।
- আনুগত্যের ত্রুটি গুনাহের শামিল, এ উপলব্ধি থাকা।
- দায়িত্বানুভূতি নিয়ে দায়িত্ব পালন করা।

সহযোগীদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির উপায়: ৭ টি

১. সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে খবরের সত্যতা যাচাই করা।
২. পারস্পারিক ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখা।
৩. ঠাট্টা বিদ্রোপ না করা।
৪. পরস্পরের দোষ খুঁজে না বেড়ানো।
৫. অসম্মানজনক নাম ব্যবহার না করা।
৬. কু-ধারণা না করা।
৭. গোয়েন্দাগিরি না করা।
৮. গীবত না করা।

নেতা বা দায়িত্বশীলের গুণাবলী:

- কর্মীদের সাথে প্রীতিপূর্ণ বা কোমল ব্যবহার।
- খোশ মেজাজ সম্পন্ন হওয়া।
- কর্মীদের দোষ-ত্রুটিকে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা।
- কর্মীদের জন্য দোয়া করা।
- পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া।
- আল্লাহর উপর ভরসা করে সিদ্ধান্তে অটল থাকা।

ইসলামী আন্দোলন: সাফল্যের শর্তাবলী

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী

ভূমিকার দিক ৩ টি:

১. হতাশার দিক।

২. আশার দিক।

৩. করনীয়।

হতাশার দিক ৩টি-

- আগ্রহ ও উদ্যোগ গ্রহণের অভাব এবং তার চাইতে বেশী অভাব যোগ্যতার।
- আমাদের জাতির সমগ্র প্রভাবশালী অংশ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমাজ ভাঙ্গন ও বিকৃতি কাজে লিপ্ত।
- বর্তমান যুগে সমাজ জীবন পরিগঠন ও ভাঙ্গার বৃহত্তম শক্তি হচ্ছে সরকার।

আশার দিক ৪টি-

- আমাদের সমাজ কেবল অসৎ লোকের আবাসস্থল নয়, এখানে কিছু সৎ লোকও আছে।
- আমাদের জাতি সামগ্রিকভাবে অসৎপ্রবণ নয়।
- সমাজ বিকৃতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে তারা সকল প্রকার সুযোগ-সুবিধা/শক্তি লাভ করে দুটি সুবিধা/ শক্তি অর্জন করতে পারেনি-
    - ক. চারিত্রিক শক্তি।
    - খ. ঐক্যের শক্তি।
- দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজ আল্লাহ তায়ালার , এ পথে যারা অগ্রসর হবে আল্লাহ তাদের সহযোগিতা করবে।

<u>মূল বক্তব্য:</u>

গ্রহণীয় দিক ৩ টি:

১. ব্যক্তিগত গুণাবলী।

২. দলীয় গুণাবলী।

৩. পূর্ণতাদানকারীর গুণাবলী।

বর্জনীয় দিক ২ টি:

১. মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী।

২. মানবিক দুর্বলতা।

ব্যক্তিগত গুণাবলী: ৪ টি

- ইসলামের যথার্থ জ্ঞান।
- ইসলামের প্রতি অবিচল বিশ্বাস এবং আস্থা।
- চরিত্র ও কর্ম।
- দ্বীনি হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য।

ইসলামের যথার্থ জ্ঞান: ইসলামী আকিদা বিশ্বাসকে জাহেলী চিন্তা কল্পনা ও ইসলামী কর্মপদ্ধতিকে জাহেলিয়াতের নীতি পদ্ধতি থেকে আলাদা করে জানতে হবে এবং জীবনের বিভিন্ন বিভাগে ইসলাম মানুষকে কি পথ দেখিয়েছে তা জানতে হবে।

চরিত্র ও কর্ম: কথা এবং কাজ এক হবে।

দ্বীন হচ্ছে জীবনোদ্দেশ্য: জীবনের সকল কাজ দ্বীনের প্রতি কেন্দ্রীভূত হবে।

দলীয় গুণাবলী: ৪ টি

- ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা।
- পারস্পরিক পরামর্শ।
- সংগঠন ও শৃংঙ্খলা।
- সংস্কারের উদ্দেশ্য সমালোচনা।

পূর্ণতাদানকারীর গুণাবলী:

- আল্লাহর সাথে সম্পর্ক ও আন্তরিকতা।
- আখেরাতের চিন্তা।
- চরিত্র মাধুর্য।
- ধৈর্য।
- প্রজ্ঞা।

ধৈর্যের অর্থ :

- তাড়াহুড়া না করা।
- নিজের প্রচেষ্টার ত্বরিত ফল লাভের জন্য অস্থির না হওয়া এবং বিলম্ব দেখে হিম্মত হারিয়ে না বসা।
- তিক্ত স্বভাব, দুর্বল মত ও সংকল্পহীনতার রোগে আক্রান্ত না হওয়া
- দুঃখ-বেদনা, ভারাক্রান্ত ও ক্রোধান্বিত না হওয়া এবং সহিষ্ণু হওয়া।
- সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও লোভ-লালসার মোকাবেলায় সঠিক পথে অবিচল থাকা।
- নফসের খাহেশের বিপক্ষে নিজের কর্তব্য সম্পাদন করা।

প্রজ্ঞার অর্থ:

- প্রজ্ঞার অবিব্যক্তি হচ্ছে মানবিক মনস্তত্ব অনুধাবন করে সেই অনুযায়ী, মানুষের সাথে ব্যবহার করা এবং মানুষের মনের উপর নিজের দাওয়াতের প্রভাব বিস্তার করে তাকে লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত করার পদ্ধতি অবগত করা।

- নিজের কাজ ও তা সম্পাদন করার পদ্ধতি জানা এবং তার পথে আগত যাবতীয় বাধা বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা বিরোধিতা মোকাবেলা।
- পরিস্থিতির প্রতি নজর রাখা, সময় সুযোগ অনুধাবন করা এবং কোন সময়ে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, এসব জানাও প্রজ্ঞার পরিচয়।
- দ্বীনের ব্যাপারে সূক্ষ্ম তত্বজ্ঞান ও দুনিয়ার কাজ-কারবারের ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে সবচাইতে বড় প্রজ্ঞার পরিচয়।

মৌলিক ও অসৎ গুণাবলী:

- গর্ব ও অহংকার।
- প্রদর্শনেচ্ছা।
- ত্রুটিপূর্ণ নিয়ত।

গর্ব ও অহংকার থেকে বাঁচার উপায়:

- বন্দেগীর অনুভূতি।
- আত্মবিচার।
- মহৎ ব্যক্তিদের প্রতি দৃষ্টি।
- দলগত প্রচেষ্টা।

প্রদর্শনেচ্ছা থেকে বাঁচার উপায়:

১. ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা।

২. সামষ্টিক প্রচেষ্টা।

বাঁচার উপায় : তওবা ও এস্তেগফার।

মানবিক দুর্বলতা ১৩ টি-

- আত্মপূজা।
- আত্মপ্রীতি।
- হিংসা-বিদ্বেষ।
- গীবত।
- কু-ধারণা।
- চোগল খোরী।
- কানা-কানি, ফিসফিসানি।
- মেজাজের ভারসাম্যহীনতা।
- একগুয়েমী।
- একদেশদর্শিতা।
- সামষ্টিক ভারসাম্যহীনতা।
- সংকীর্ণমনতা।
- দুর্বল সংকল্প।

সংবিধান

সংবিধান কি?

- সংগঠনের মৌলিক দলিল ।
- সংগঠনের জীবন পদ্ধতি ।
- আইনের সমষ্টি ।
- মৌলিক নীতিমালা ।

সংবিধানের উৎস:

- আল কোরআন।
- আল হাদীস।
- ইসলামী আন্দোলনের ঐতিহ্য।

সংবিধানের গুরত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

- সকল চিন্তাকে একই ধারায় কেন্দ্রীভূত করার জন্য।
- চিন্তাধারাকে একই ধারায় প্রবাহিত করার জন্য।
- সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রের হেফাজত ও গতিশীলতার জন্য।
- ঐতিহ্য সংরক্ষণের জন্য।
- নেতৃত্ব ও কর্মী বাহিনীকে সুশৃঙ্খল পরিচালনার জন্য।
- দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব পালনের সমন্বয় সাধনের জন্য।
- মূল্যবোধ সংরক্ষণের জন্য।

আদর্শ ও উত্তম সংবিধানের বৈশিষ্ট্য :

- সহজবোধ্য, লিখিত ও সুস্পষ্ট।
- সংক্ষিপ্ত ও জটিলতামুক্ত।
- মধ্যমপন্থী, সুপরিবর্তনীয় নয় আবার দুষ্পরিবর্তনীয়ও নয়।
- বক্তব্য সহজবোধ্য ও সুস্পষ্ট।
- নাগরিকদের বা কর্মীদের মৌলিক দায়দায়িত্ব ও অধিকার বর্ণনার সুবিন্যস্ততা।
- সংবিধান সংশোধনের ধারা থাকা।
- সামাজিক ঐতিহ্য ও জাতীয় আকাঙ্খার প্রতিচ্ছবি।
- দায়িত্বশীলদের সুস্পষ্ট বর্ণনা।
- যুগোপযোগী।

আমাদের সংবিধানের বৈশিষ্ট্য :

- কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক।
- ভাষা সুস্পষ্ট, মনোমুগ্ধকর, সহজ ও প্রাঞ্জল।
- পূর্ণাঙ্গ ও পরিপূর্ণ সংবিধান।
- সংক্ষিপ্ত ও জটিলতামুক্ত।
- মধ্যমপন্থী, নমনীয়তা ও অনমনীয়তার সমন্বয়।
- ক্যাডারভিত্তিক জনশক্তি।
- ইসলামী মূল্যবোধের সংরক্ষণ।
- দায়িত্ব ও ক্ষমতার ভারসাম্য।
- শব্দভিত্তিক সংবিধান বাক্যভিত্তিক নয়।
- উত্তম নির্বাচন পদ্ধতি।

আমাদের সংবিধানের ইতিহাস :

- আমাদের সংবিধান ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের আলোকে রচিত।
- ১৯৪১ সালের ২৫ শে আগস্ট লাহোরে ৭৫ জনের একটি টীমে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মাওলানা মওদুদী (রহ.) আমীর নিযুক্ত হন।
- ১৯৪৬ সালে তারা একটি ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং ১৯৪৭ সালের ২৩শে ডিসেম্বর ২৫ জন ছাত্রের একটি মিটিং হয় এবং নসর উল্লাহ খান আজিজ এর প্রধান হন। Students Forum, আঞ্জুমানে নওজোয়ান, জমিয়তে তালাবা ৩টি নাম প্রস্তাব হয়।
- ১৯৪৮ সালের ২৩ ডিসেম্বর ইসলামী জমিয়তে তালাবা প্রতিষ্ঠা হয়। সভাপতি-জাফরুল্লাহ খান আজিজ।
- ১৯৪৮ সালে সংবিধানের খসড়া তৈরি করেন- খুররম জাহ মুরাদ।
- ১৯৫৬ সালে 'ছাত্র সংঘ' নামে ছাত্র সংগঠনের নাম রাখেন এবং সংবিধানের বাংলায় অনুবাদ করেন মাওলানা আবদুর রহীম।
- ১৯৭৩ সালে নতুন করে ১৯শে মার্চ সংবিধান রচনা করা হয়। এ সময় ৫ সদস্যের কমিটি ছিল-
  ১. আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ।
  ২. মীর কাশেম আলী।
  ৩. মোঃ কামরুজ্জামান।
  ৪. আ.ন.ম আব্দুজ জাহের।
  ৫. এ.কে.এম. নজির আহমাদ।
- ১৯৭৬ সালে একটি বৈঠক ডাকা হয় এবং ইসলামী ছাত্রশিবির নাম রাখা হয়।
- সিদ্দিক জামাল ভাই কর্তৃক নাম প্রদান করা হয় বাংলাদেশ ইসলামি ছাত্রশিবির। ১৯৭৭ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি প্রথম কাজ শুরু হয় এবং গঠনতন্ত্রের নাম হয় সংবিধান।
- ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রীয় সভাপতি মীর কাশেম আলী, কামরুজ্জামান, মাওলানা আবু তাহের।
- ১৯৭৯ সালে রাজশাহী মেডিকেলের সদস্য ডাঃ মোরশেদ আলী ভাই নিজের রচিত "শিবির সংগীত" পরিবেশন করেন যা পরবর্তীতে "শিবির সংগীত" হিসেবে গৃহীত হয়।

এক নজরে সংবিধানের ধারা সমূহ:

- ধারা ১-৩: (নাম, লক্ষ ও উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী)।
- ধারা ৪-১১: (সদস্য, সাথী)।
- ধারা ১২: কেন্দ্রীয় সংগঠন।
- ধারা ১৩: কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচন।
- ধারা ১৬: কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব।
- ধারা ১৯-২২: কার্যকরি পরিষদ গঠন ও কাজ।
- ধারা ২২: কার্যকরি পরিষদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।
- ধারা ২৬- ২৮: সেক্রেটারিয়েট।
- ধারা ২৯: অন্যান্য স্তর।
- ধারা ৩০-৩২: সদস্য শাখা ও সাথী শাখা।
- ধারা ৩৩-৩৪: নির্বাচন।
- ধারা ৩৬-৪০: অর্থ ব্যবস্থা - প্রত্যেক স্তরে বাইতুল মাল থাকতে হবে।
- ধারা ৪১ ৪৬: বিভিন্ন ধরণের পদচ্যুতি।
- ধারা ৪৭-৪৮: সংবিধানের সংশোধন।
- ধারা ৪৯-৫০: বিবিধ।
- পরিশিষ্ট-শপথ (সাথী, সদস্য, সভাপতি ও কার্যকরী পরিষদ সদস্য)।

ধারাসমূহ:

নাম:

ধারা-১: এই সংগঠনের নাম বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ধারা-২: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য আল্লাহ প্রদত্ত রাসূল (সা:) এর প্রদর্শিত বিধান অনুযায়ী মানুষের সার্বিক জীবনের পুণর্বিন্যাস সাধন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন।

কর্মসূচী:

ধারা-৩: এই সংগঠনের কর্মসূচী-

- **দাওয়াত:** তরুণ ছাত্রসমাজের কাছে ইসলামের আহবান পৌছিয়ে তাদের মাঝে ইসলামী জ্ঞান অর্জন এবং বাস্তব জীবনে ইসলামের পূর্ণ অনুশীলনের দায়িত্বানুভূতি জাগ্রত করা।
- **সংগঠন:** যে সকল ছাত্র ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে প্রস্তুত তাদেরকে সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ করা।
- **প্রশিক্ষন**: এই সংগঠনের অধীনে সংঘবদ্ধ ছাত্রদেরকে ইসলামী জ্ঞান প্রদান এবং আদর্শ চরিত্রবানরূপে গড়ে তুলে জাহেলিয়াতের সমস্ত চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমান করার যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মী হিসেবে গড়ার কার্যকরী ব্যবস্থা করা।
- **ইসলামী শিক্ষা আন্দোলন ও ছাত্রসমাজ**: আদর্শ নাগরিক তৈরীর উদ্দেশ্যে ইসলামী মূল্যবোধের ভিত্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের দাবীতে সংগ্রাম ও ছাত্রসমাজের প্রকৃত সমস্যা সমাধানের সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান।
- **ইসলামী সমাজ বিনির্মান**: অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক নিপীড়ন, এবং সাংস্কৃতিক গোলামী হতে মানবতার মুক্তির জন্য ইসলামী সমাজ বিনির্মানে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো।

সাথী:

ধারা-৯: যদি কোন শিক্ষার্থী এ সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দশ্যের সাথে ঐক্যমত পোষন করেন ,সংগঠনের কর্মসূচি ও কর্মপদ্ধতির সাথে সচেতনভাবে একমত হন, ইসলামের প্রাথমিক দায়িত্বসমূহ পালন করেন এবং সংগঠনের সামগ্রিক তৎপরতায় পূর্ণভাবে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতি দেন, তাহলে তিনি এ সংগঠনের সাথী হতে পারবেন।

ধারা-১১: যদি কোন সাথী সংবিধানের ৯নং ধারায় বর্ণিত নিয়মসমূহ আংশিক বা পূর্ণরূপে লঙ্গন করেন ,তাহলে কেন্দ্রীয় সভাপতি বা তার স্থানীয় প্রতিনিধি উক্ত সাথীর সাথী পদ বাতিল করতে পারবেন।

কেন্দ্রীয় সভাপতি

ধারা-১৬: কেন্দ্রীয় সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য হচ্ছে, এই সংগঠনের মুল উদ্দেশ্য হাসিল, পরিচালনা, কর্মসূচীর বাবায়ন ও সর্বোৎকৃষ্ট সাংগঠনিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ।

নির্বাচন:

ধারা-৩৪: এই সংগঠনের সভাপতি বা কার্যকরী পরিষদের সদস্য বা অন্য কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি নির্বাচন করা কালে ব্যক্তির আল্লাহ ও রাসূল (সা:) এর প্রতি আনুগত্য, তাকওয়া, আদর্শের সঠিক জ্ঞানের পরিসর, সাংগঠনিক প্রজ্ঞা, শৃঙ্খলা বিধানের যোগ্যতা, মানসিক ভারসাম্য, উদ্ভাবনী ও বিশেষণী শক্তি, কর্মের দৃঢ়তা, অনঢ় মনোবল, আমানতদারী এবং পদের প্রতি লোভহীনতার দিকে অবশ্যই নজর রাখতে হবে।

অর্থব্যবস্থা:

ধারা-৩৬: সংগঠনের প্রত্যেক স্তরে বায়তুলমাল থাকবে। কর্মী ও শুভাকাংখীদের দান, সংগঠন প্রকাশনীর মুনাফা ত্রবং যাকাতই হবে বায়তুলমালের আয়ের উৎস।

ধারা-৫০: এ সংগঠনের সাথে সংশ্লিষ্ট যেসব ছাত্রের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হয়ে যাবে তাদেরকে নিয়ে এ সংগঠনের ত্রকটি ভ্রাতৃশিবির গঠিত হবে।

আল কুরআনের অর্থসহ দশটি সূরা

সূরা ফিল-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ﴿٢﴾ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

অর্থ: তুমি কি শোনো নি, তোমার প্রভু হস্তী ওয়ালাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি? তিনি তাদের উপরে প্রেরণ করেছিলেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি। যারা তাদের উপরে নিক্ষেপ করেছিল মেটেল পাথরের কঙ্কর। অতঃপর তিনি তাদের করে দেন ভক্ষিত তৃণসাদৃশ।

সূরা কুরাইশ-

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ﴿١﴾ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

অর্থ: যেহেতু কুরাইশ অভ্যস্ত। শীত ও গ্রীষ্মের সফরে তারা অভ্যস্ত হওয়ায়। অতএব তারা যেন এ গৃহের রবের ইবাদাত করে। যিনি ক্ষুধায় তাদেরকে আহার দিয়েছেন আর ভয় থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন।

সূরা মাউন-

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ﴿٤﴾ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿٦﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٧﴾

অর্থ: তুমি কি তাকে দেখেছ, যে হিসাব প্রতিদানকে অস্বীকার করে? সেই ইয়াতিমকে কঠোরভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর মিসকিনকে খাদ্য দানে নিরুৎসাহিত করে। অতএব সেই সালাত আদায়কারীদের জন্য দুর্ভোগ যারা নিজেদের সালাতে অমনোযোগী। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে এবং ছোট-খাটো গৃহসামগ্রী দানে নিষেধ করে।

সূরা কাউসার-

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾

অর্থ: নিশ্চয়ই আমি আপনাকে কাউসার (বা প্রভূত কল্যাণ) দান করেছি। অতএব আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীই লেজকাটা, নির্বংশ।

সূরা কাফিরূন-

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿١﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٢﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٣﴾ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ ﴿٤﴾ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿٥﴾ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

অর্থ: বল, হে কাফিররা। তোমরা যার ইবাদাত কর আমি তার ইবাদাত করি না এবং আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী নও। আর তোমরা যার ইবাদত করছ আমি তার ইবাদতকারী হব না। আর আমি যার ইবাদাত করি তোমরা তার ইবাদাতকারী হবে না। তোমাদের জন্য তোমাদের দীন আর আমার জন্য আমার দীন।

সূরা নসর-

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّـهِ وَالْفَتْحُ ﴿١﴾ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّـهِ أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

অর্থ: যখন আল্লাহর সাহায্য ও বিজয় আসবে। আর তুমি লোকদেরকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনের পথে প্রবেশ করতে দেখবে। তখন তুমি তোমার রবের সপ্রশংস তাসবিহ পাঠ কর এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি তাওবা কবুলকারী।

সূরা লাহাব-

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ﴿١﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ﴿٢﴾ سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ﴿٣﴾ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿٤﴾ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ﴿٥﴾

অর্থ: ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও। তার ধন-সম্পদ এবং যা সে অর্জন করেছে তা তার কাজে আসবে না। অচিরেই সে দগ্ধ হবে লেলিহান আগুনে। এবং তার স্ত্রীও-যে ইন্ধন বহন করে। আর তার গলায় শক্ত পাকানো রশি বাঁধা থাকবে।

সূরা ইখলাস-

قُلْ هُوَ اللَّـهُ أَحَدٌ ﴿١﴾ اللَّـهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴿٤﴾

অর্থ: বল, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোন সমকক্ষও নেই।

সূরা ফালাক-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴿١﴾ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿٢﴾ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ﴿٣﴾ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴿٤﴾ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴿٥﴾

অর্থ: বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি উষার রবের কাছে। তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে। আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়।

আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে। আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে।

সূরা নাস-

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴿١﴾ مَلِكِ النَّاسِ ﴿٢﴾ إِلَٰهِ النَّاسِ ﴿٣﴾ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ﴿٤﴾ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ﴿٥﴾ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ﴿٦﴾

অর্থ: বলুন আমি আশ্রয় গ্রহণ করছি মানুষের পালনকর্তার কাছে। মানুষের অধিপতির কাছে। মানুষের মাবুদের কাছে। তার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় ও আত্মগোপন করে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।

মাসনুন দোয়া

দোয়ায়ে কুনুত:

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَّفْجُرُكَ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ -

(আল্লাহুম্মা ইন্না নাস্‌তাঈ’নুকা, ওয়া নাস্‌তাগ্‌ফিরুকা, ওয়া নু’’মিনু বিকা, ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইকা, ওয়া নুছনী আলাইকাল খাইর। ওয়া নাশ কুরুকা, ওয়ালা নাকফুরুকা, ওয়া নাখলাউ, ওয়া নাতরুকু মাঁই ইয়াফজুরুকা। আল্লাহুম্মা ইয়্যাকা না’বুদু ওয়া লাকানুসল্লী, ওয়া নাসজুদু, ওয়া ইলাইকা নাস’আ, ওয়া নাহফিদু, ওয়া নারজু রাহমাতাকা, ওয়া নাখশা আযাবাক, ইন্না আযাবাকা বিল কুফ্‌ফারি মুলহিক্ব)

অর্থ: হে আল্লাহ আমরা তোমারই সাহায্য চাই, তোমারই নিকট ক্ষমা চাই, তোমারই প্রতি ঈমান রাখি, তোমারই ওপর ভরসা করি এবং সকল কিছু তোমার দিকে ন্যস্ত করি। আমরা তোমার কৃতজ্ঞ হয়ে চলি অকৃতজ্ঞ হই না, এবং যারা তোমার অবাধ্য হয় তাদের থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদেরকে পরিত্যাগ করি। হে আল্লাহ আমরা তোমারই দাসত্ব করি তোমারই জন্য নামায পড়ি এবং তোমাকেই সিজদাহ করি, আমরা তোমারই দিকে দৌড়াই ও এগিয়ে চলি। আমরা তোমারই রহমত, আশা করি এবং তোমার আযাব কে ভয় করি আর তোমার আযাব তো কাফেরদের জন্যই র্নিধারিত।

কুনুতে নাযেলা:

اَللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِيْ مَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنَا فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنَا فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِيْ وَ لَا يُقْضٰى عَلَيْكَ اِنَّهٗ لَا يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوْبُ اِلَيْكَ وَصَلَّي اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ -

খাওয়ার পূর্বে এই দোয়া:

بِسْمِ اللهِ وَعَلٰى بَرَكَةِ اللهِ -

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর বরকতে (খাওয়া) শুরু করলাম।

জানাযার দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهٗ مِنَّا فَاحْيِه عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهٗ مِنَّا فَتَوَفَّهٗ عَلَى الْاِيْمَانِ -

(আল্লাহুম্মাগফিরলি হাইয়্যেনা ওয়া মাইয়্যিতিনা ওয়া শাহীদিনা ওয়া গায়িবিনা ও ছাগীরিনা ও কাবীরিনা ও যাকারিনা ও উনছানা, আল্লাহুম্মা মান আহইয়াইতাহু মিন্না ফাআহয়িহি আলাল ইসলাম, ওয়া মান তাওয়াফ ফাইতাহু মিন্না ফাতাওয়াফ ফাহু আলাল ঈমান বিরাহমাতিকা ইয়া আর হামার রাহীমিন)

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, উপস্থিত, অনুপস্থিত, ছোট, বড়, পুরুষ, নারী সবাইকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের জীবিতদেরকে ইসলামে ওপর জীবিত রাখুন এবং মৃত্যুকালে ঈমানের ওপর মৃত্যু দিন।

ঘুমানোর দোয়া:

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَاَحْيٰى -

অর্থ: অর্থ, হে আল্লাহ, আমি তোমারই নামে মৃত্যু বরণ করি এবং তোমারই নামে জেগে উঠি। (বুখারী, খ. ৮, পৃ. ৬৯, হাদিস নং ৬৩১২)

ঘুম থেকে উঠে এই দোয়া:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَحْيَانَا بَعْدَ مَا اَمَاتَنَا وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ -

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু (মৃত্যুর ন্যায় ঘুম) দান করার পর জীবন দান করেছেন। তার নিকটই আমাদের ফিরে যেতে হবে। (বুখারী ও মুসলিম শরীফ)

খাওয়ার শেষের দোয়া:

اَلْحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطعَمَنْا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ -

অর্থ : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদেরকে আহার করিয়েছেন, পান করিয়েছেন এবং মুসলমান বানিয়েছেন। (তিরমিযী, খ. ৫, হাদিস নং ৩৪)

টয়লেটে প্রবেশের দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ ـ

অর্থ: হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি আপনার কাছে পুরুষ ও নারী শয়তানের অনিষ্ট তথা ক্ষতি থেকে আশ্রয় চাই।' (বুখারি, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)

টয়লেট হতে বের হওয়ার দোয়া:

غُفْرَانَكَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنِّى الْاَذٰى وَعَافَانِيْ ـ

অর্থ: আমি আপনার নিকট ক্ষমা চাচ্ছি। সমস্ত প্রশংসা ঐ আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি আমার থেকে নাপাকি দূর করেছেন ও আমাকে আরাম দিয়েছেন। (তিরমিযী, মেশকাত)

মসজিদে প্রবেশ করার দোয়া:

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِىْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ ـ

অর্থ : ইয়া আল্লাহ, আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাসমূহ খুলে দিন।

মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় এ দোয়া:

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ, اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ ـ

অর্থ : আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক। হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার অনুগ্রহ প্রার্থনা করছি। (মুসলিম, খ. ১, পৃ. ৪৯৪, হাদিস নং ৭১৩, ইবনে মাজাহ, খ. ১, পৃ. ৪৯৩, হাদিস নং ৭৭১)

ঘর থেকে বের হওয়ার দোয়া:

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ـ

অর্থ : 'আমি আল্লাহর নামে বের হলাম। আমি আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। গোনাহ থেকে বাঁচা এবং নেকি করার শক্তি আল্লাহ তাআলাই দান করেন। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

ঘরে প্রবেশের দোয়া:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ اللهِ خَرَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ـ

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাই উত্তম গমন ও উত্তম প্রত্যাগমন। আল্লাহর নামেই আমরা প্রবেশ করি এবং আল্লাহর নামেই আমরা বের হই। আমাদের রবের প্রতিই আমাদের ভরসা।'

যান বাহনে ওঠার দোয়া (স্থলযান):

سُبْحٰنَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَ مَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَۙ وَ اِنَّاۤ اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ـ

'পবিত্রতা বর্ণনা করছি সেই সত্তার, যিনি আমাদের জন্য এটিকে অনুগত করে দিয়েছেন অথচ আমরা এটিকে অনুগত করতে সক্ষম ছিলাম না এবং নিশ্চয় আমরা আমাদের রবের নিকট প্রত্যাবর্তন করবো।'

যানবাহনের দোয়া (নৌযান):

بِسْمِ اللهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ـ

'এর চলা ও থামা আল্লাহর নামে। নিশ্চয় আমার রব ক্ষমতাশীল ও দয়ালু।'

যানবাহন থেকে নামার দোয়া:

رَبِّ اَنْزِلْنِىْ مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ـ

'হে আমার রব! আমাকে বরকতময় স্থানে অবতরণ করাও, তুমিই উত্তম অবতরণকারী।'

জালিমের জুলুম থেকে পরিত্রাণের দোয়া:

رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَۙ وَ نَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ـ

'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এই জালিমের লক্ষ্যস্থল বানাবেন না। আমাদেরকে আপনার নিজ রহমত এই কাফিরদের থেকে মুক্তি দিন।'

আজান শেষ হওয়ার পর দোয়া:

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَه []اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ـ

অর্থ : হে আল্লাহ! এই পরিপূর্ণ আহ্বান ও প্রতিষ্ঠিত নামাজের আপনিই রব। হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অসিলা ও মর্যাদা দান করুন। আর তাঁকে মাকামে মাহমুদে অধিষ্ঠিত করুন, যার ওয়াদা আপনি তাঁকে দিয়েছেন। অবশ্যই আপনি ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। (বুখারী, খ. ১, পৃ. ১২৬, হাদিস নং ৬১৪, জামে তিরমিযী, খ. ১, পৃ. ৪১৩, হাদিস নং ২১১)

সাথী সিলেবাস

আল কুরআন

ইলমুল কুরআন ও সহিহ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

অর্থসহ মুখস্থ: কমপক্ষে ১১টি সূরা (সূরা আল ফাতিহা ও সূরা আল ফিল থেকে সূরা আন নাস)

আয়াত মুখস্থকরণ (১৫টি বিষয়): লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঁচ দফা কর্মসূচি, তাওহিদ, ঈমান, আখিরাত, রিসালাত, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, আনুগত্য, পর্দা, তাকওয়া, বাইয়াত, মুমিনের গুণাবলি, প্রভৃতি সংক্রান্ত **৩০টি আয়াত**

দারস তৈরি: কমপক্ষে ২টি, **অর্থসহ তিলাওয়াত:** প্রথম ৪ পারা (১-৪) ও শেষ ৪ পারা (২৭-৩০)

অধ্যয়ন

১. সূরা আল বাকারা : ১৫২-১৫৭
২. সূরা আলে ইমরান : ১৩-২০ রুকু
৩. সূরা আত তাওবা
৪. সূরা আল মুমিনুন : ১ম রুকু
৫. সূরা আন নূর : ২৭-৩০
৬. সূরা আল ফুরকান : শেষ রুকু
৭. সূরা আল আনকাবুত : ১ম রুকু
৮. সূরা আল হুজুরাত : ১ম রুকু
৯. সূরা আল ওয়াকিয়া
১০. সূরা আল হাদিদ : শেষ রুকু
১১. সূরা আস সফ
১২. সূরা আল মুজ্জাম্মিল
১৩. সূরা আল মুদ্দাসসির : ১-৭
১৪. সূরা আল ইনফিতার
১৫. সূরা আল বুরুজ
১৬. সূরা আল গাশিয়া
১৭. সূরা আল লাইল
১৮. সূরা আল আলাক
১৯. সূরা আল আসর
২০. সূরা আল হুমাজাহ

(তাফসির গ্রন্থ: তাফহীমুল কুরআন)

কুরআন মুখস্থ নির্দেশনা

সূরা আল বাকারা : ১-২০, ১৫৩-১৫৭, ১৮৩, ১৮৫
আয়াতুল কুরসি
সূরা আলে ইমরান : ২৬-২৮
সূরা আত তাওবা : ১১১-১১২
সূরা আল হজ : ৭৮
সূরা আল মুমিনুন : ১-১১
সূরা আন নূর : ২৭-৩০
সূরা আল হুজুরাত : ১ম রুকু
সূরা আল হাশর : শেষ রুকু
৩০তম পারা

আল হাদিস

হাদিস সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞানার্জন

হাদিস মুখস্থকরণ (১৫টি বিষয়): লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পাঁচ দফা কর্মসূচি, তাওহিদ, ঈমান, আখিরাত, রিসালাত, ইসলাম, ইসলামী আন্দোলন, আনুগত্য, পর্দা, তাকওয়া, বাইয়াত, মুমিনের গুণাবলি প্রভৃতি সংক্রান্ত ১৫টি হাদিস

অধ্যয়ন

১. এন্তেখাবে হাদীস (১ম ও ২য় খণ্ড) আব্দুল গাফফার হাসান নদভী
২. রাহে আমল (২য় খণ্ড) আল্লামা জলিল আহসান নদভী
৩. রিয়াদুস সালেহীন (১ম খণ্ড) ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী
৪. হাদীস শরীফ (১ম খণ্ড) মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম

পাঠ্যবই

১. কুরআন বুঝা সহজ-অধ্যাপক গোলাম আযম
২. হাদিসের পরিচয়-জিলহজ্জ আলী
৩. সংবিধান-বিআইসিএস
৪. কর্মপদ্ধতি-বিআইসিএস
৫. চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান-নঈম সিদ্দিকী
৬. আদর্শ কিভাবে প্রচার করতে হবে-আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই
৭. তাওহীদ রেসালাত ও আখেরাত-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
৮. ইসলাম পরিচিতি-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
৯. ঈমানের হাকীকত-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
১০. মৃত্যু যবনিকার ওপারে-আব্বাস আলী খান
১১. নামাজ-রোযার হাকীকত-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
১২. যাকাতের হাকীকত-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
১৩. ইকামাতে দ্বীন-অধ্যাপক গোলাম আযম
১৪. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা-ড. আবদুল করিম জায়দান
১৫. শিক্ষাব্যবস্থার ইসলামী রূপরেখা-অধ্যাপক গোলাম আযম
১৬. অর্থনীতিতে রাসূলের (সাঃ) দশ দফা-শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
১৭. ইসলামের স্বর্ণযুগে সামাজিক ন্যায়-নীতি-সাইয়েদ কুতুব
১৮. পর্দার আসল রূপ-এ, কে, এম, নাজির আহমদ
১৯. ইসলামী রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
২০. ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
২১. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী-সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
২২. সত্যের সাক্ষ্য- সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী
২৩. ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক -খুররম জাহ্ মুরাদ
২৪. রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন- আবু সালীম মুহাম্মদ আবদুল হাই
২৫. যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলন- এ. কে. এম. নাজির আহমদ
২৬. আসহাবে রাসূলের জীবন কথা (১ম ও ২য়) -মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ
২৭. কারাগারে রাতদিন-জয়নব আল গাজালী
২৮. ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন-মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী
২৯. আসান ফেকাহ (১ম ও ২য় খণ্ড)-মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী
৩০. ক্যারিয়ার বিকশিত জীবনের দ্বার-আইসিএস পাবলিকেশন